ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 January 2022 ■ আগরতলা ২৯ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ১৫ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রেলের নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগে জ্বলছে বিহার, ড্যামেজ কন্ট্রোলে পিএমও

বন্‌ধে বিপর্যস্ত সড়ক ও ট্রেন পরিষেবা

নয়াদিল্লী/পাটনা, ২৮ জানুয়ারি।। রেলওয়েতে নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে জ্বলছে দুই রাজ্য, হস্তক্ষেপ করলেন প্রধানমন্ত্রীর দফতর। জানা গিয়েছে, গত ৪ দিন ধরে চলা বিক্ষোভের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আরআরবি এনটিপিসি পরীক্ষার প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করার জন্য শুক্রবার রেলওয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠক হয়েছে ।সন্ধ্যায় ডাকা বৈঠকে, পিএমও কর্মকর্তারা উল্লেখিত পদগুলি পূরণের জন্য রেলওয়ের অনুসরণ করা নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন বলে খবর। পিএমও বিশেষভাবে ২০০৪ সালে অনুসৃত নিয়োগ প্রক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে চায় বলে খবর।

গত কয়েক দিন ধরে জ্বলছে বিহার । ২৬ জানুয়ারি ট্রেনে অগ্নিকাণ্ড। এখনও অশান্ত পাটনা- সহ একাধিক জায়গা। রাজধানী পাটনা-সহ একাধিক জায়গায় ট্রেনে দাঙ্গা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনার জেরে আজ বিহার বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) নেতৃত্বে মহাজোটের শরিক দলগুলির কর্মীরা পাটনা, বৈশালী, সমস্তিপুর, মুজফরপুর, দারভাঙ্গা, ঔরঙ্গাবাদ সহ বিহারের সমস্ত ছোট ও বড় শহরগুলিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন ইতিমধ্যে। রেলের চাকরি নিয়োগে দুর্নীতির জেরে বিক্ষোভ আগুনে কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তুঙ্গে। বিহার ও উত্তর প্রদেশে তীব্র ক্ষোভ। বনধ চলছে বিহারে।

পড়ুয়াদের বিক্ষোভ অব্যাহত। সেইসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থনে সেই বিক্ষোভ যেন আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শুক্রবার বিহার বনধের দাক দিয়েছেন বিক্ষোভরত পড়ুয়ারা। আরআরবি এনটিপিসি-র ফলাফলে অসঙ্গতির অভিযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছেন। এদিন পাটনায় বিভিন্ন রাস্তা অবরোধ করেছে বিক্ষোভকারীরা। জ্বালানো হচ্ছে টায়ার।শুধু তাই নয়, মহুয়ার আরজেডি বিধায়ক ডঃ মুকেশ রওশন, তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে রামাশিশ চৌকে চলা পড়ুয়াদের বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন।

এদিকে পাটনার পুলিশ আটজন ছাত্রকে চিহ্নিত করেছে এবং একটি এফআইআর-এ ছয়টি কোচিং সেন্টারের মালিকদের নাম উল্লেখ করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কোচিং সেন্টারগুলির মালিকদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য প্ররোচিত করার অভিযোগ আনা হয়েছে। পড়ুয়া ও টিউটরদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) ধারা এবং দাঙ্গা ও কর্মকর্তাদের উপর হামলা সম্পর্কিত অন্যান্য ধারা হিসেবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার বোস্টার ডোজ। শুক্রবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

ডাকাতির মামলায় ৩৬ বছর পর ফেরার আসামী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ জানুয়ারি।। ৩৬ বছর পর ফেরার এক আসামিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। আটক ব্যক্তির নাম দিলীপ কুমার জমাতিয়া।

১৯৮৫ সালে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন এবং ডাকাতির মামলা গৃহীত হয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকেই দিলীপ কুমার জমাতিয়া নামে ওই ব্যক্তি পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। গতকাল সুনির্দিষ্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে চব্বিশ ঘন্টায় নতুন সংক্রমিত ৩১০ জন, মত্যু চার

করোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। করোনার নমুনা পরীক্ষা বাড়তেই দৈনিক সংক্রমনেও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, সংক্রমণের হার সামান্য কমেছে। কিন্ত, মৃত্যু মিছিল থামতেই চাইছে না। ফলে, করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে দুশ্চিন্তা থেকে আপাতত মুক্তি মিলবে বলে মনে হচ্ছে না।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৬১৮ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৪৪০৯ জনকে নিয়ে মোট ৫০২৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৩৩ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ২৭৭ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৩১০ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনার নমুনা পরীক্ষায় বৃদ্ধি হওয়ায় সংক্রমিতের সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্ত দৈনিক সংক্রমণের হারও সামান্য কমে হয়েছে ৬.১৭ শতাংশ। গতকাল ২৫৭৫ জনের নমুনা পরীক্ষায় ২০৪ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ৭.৯২ শতাংশ। মৃত্যু হয়েছিল ৪ জনের।

এদিকে, সুস্থতা অনেকটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৮৩ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৬৬৩১ জন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুটি থেকে পড়ে আহত বিদ্যুৎকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৮ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার মেলাঘরের মতিনগরে বিদ্যুৎ লাইন সারাইয়ের কাজ করতে গিয়ে খুঁটি থেকে পড়ে এক বিদ্যুৎ কর্মী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত বিদ্যুৎকর্মীকে প্রথমে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। আহত বিদ্যুৎ কর্মীর নাম বিক্রম মুড়াসিং। জিবি হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে তার অবস্থা সঙ্কটজনক।

এদিকে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ কর্মীর সঙ্গে নেতৃবৃন্দ শুক্রবার জিবি হাসপাতালে গিয়ে আহত বিদ্যুৎকর্মী বিক্রম মুড়াসিংকে দেখে আসেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে আহত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাইকে সতর্ক বার্তা প্রচার করেই দায় সারল প্রশাসন

অতিথি দেব ভবঃ পরিযায়ী পাখি হত্যা করে রাজ্যে নৃশংসতার নজির গড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ জানুয়ারি।। উদয়পুরের সুখসাগর জলায় পরিযায়ী পাখিদের নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় প্রশাসন রীতিমতো দায়সারা মনোভাবই প্রকাশ করল। মাইকে সতর্ক বার্তা প্রচার করেই থেমে গেল প্রশাসন। যেখানে ত্রিপুরার সংস্কৃতিতে রয়েছে অতিথি দেব ভবঃ সেখানে পরিযায়ী পাখিদের নৃশংস ভাবে হত্যা রীতিমতো নজির গড়ল। এই পাখিগুলি প্রতিবছর শীতের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জলাশয়গুলিতে আসে আবার শীতের শেষে সাইবেরিয়া সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে ফিরে যায়। এবারে উদয়পুর সুখসাগর জলায় যে নৃশংস ঘটনা ঘটল তাতে পরিবেশবীদ, পশুপ্রেমী থেকে সকল অংশের মানুষের মনে রেখাপাত করেছে।

শীতের আমেজ উপভোগের পাশপাশি, দক্ষিণ এশিয়ার সুদূর সাইবেরিয়ান বালি হাঁস প্রজাপতি পরিযায়ী পাখির আনাগোনা বেশ

কিছু বছর দিঘির শহর , সরোবর নগরী উদয়পুর শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতো এ ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ ছিলোনা। বিপত্তি দেখা দেয় গত বুধবার উদয়পুর সুরসাগর জলাশয়ে সাইবেরিয়া থেকে আগত পরিযায়ী পাখিদের হত্যার ঘটনা সংঘটিত হওয়ায়। ঘটনার বিবরণে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিরল প্রজাতির পরিযায়ী পাখিদের নির্মম ভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতির অভিযোগে স্বদলীয় সদস্যদের অনাস্থা, পদ থেকে সরানো হল প্রধানকে

বিশালগড়ের চন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জানুয়ারি।। স্বদলীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের অনাস্থায় পদ খোয়ালেন প্রধান। নয়া প্রধান নিয়োগকে ঘিরে আজ প্রাক্তনের সমর্থকরা চন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছুটে যায় পুলিশ। এছাড়া ছুটে যান সিপাহীজলা জেলা উত্তরের বিজেপি সহ-সভাপতি তথা বিশালগড় মন্ডল সভাপতি ও অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্বরা। তাঁদের সাথে প্রাক্তন প্রধানের তীব্র বাকবিতন্ডায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের তালা খুলে দেন তাঁরা। এরই সাথে নয়া প্রধান পদে নির্বাচন প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়।

প্রসঙ্গত, বিশালগড় আরডি

ব্লকের অধীন বিজেপি শাসিত চন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সবিতা রায় সরকারের বিরুদ্ধে স্বদলীয় সদস্যরা অনাস্থা এনেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বৈদ্যুতিক পাখা চুরি এবং রাস্তা নির্মাণের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অনাস্থার কারণে পঞ্চায়েত সচিব অভিযুক্ত প্রধানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আদেশ জারি করেন। সাথে নতুন প্রধান নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। তাতেই দেখা দিয়েছে বিপত্তি।

আজ প্রিয়া ভৌমিককে পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান হিসেবে নির্বাচনের সূচী পূর্ব নির্ধারিত ছিল। খবর পেয়ে প্রাক্তন প্রধানের সমর্থকরা পঞ্চায়েত কার্যালয়ের বাইরে জড়ো হন এবং সচিব সহ অন্যান্য কর্মীদের ভেতরে রেখেই কার্যালয়ের গেইটে তালা ঝুলিয়ে দেন। প্রাক্তন প্রধান সবিতা রায় সরকারের অভিযোগ, মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়ে তাঁকে সরানোর ষড়যন্ত্র হয়েছে। চুরির প্রমান থাকলে তা লিখিত আকারে দেওয়া হোক। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদোন্নতির দাবীতে ডেপুটেশন মহাবিদ্যালয় শিক্ষা কর্মী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। ১২ দফা দাবিতে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে শুক্রবার বিকেলে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে মহাবিদ্যালয় শিক্ষাকর্মী রাজ্য কমিটি। শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, পদোন্নতি বিলম্বিত হওয়ার সঠিক কারণ জানানো এবং অবিলম্বে পদোন্নতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু, গুরুতর আহত আট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর/ তেলিয়ামুড়া, ২৮ জানুয়ারি।। উদয়পুরের গর্জি, সোনামুড়ার ঘ্রানতলী এবং বিশালগড়ের লেম্বুতলী হাজারী চৌমুহনী এলাকায় তিনটি পৃথক দুর্ঘটনায় এক জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। অপর ৫ জন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শান্তিরবাজার থেকে উদয়পুর আসার পথে গর্জি এলাকায় একটি বাইক ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। অপর একজন গুরুতর ভাবে আহত হয়। স্থানীয় লোকজন সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীর জওয়ানদের খবর দেন। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। অপরদিকে গর্জি আউটপোস্ট এর পুলিশ মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাইক চালক এর দ্রুতগামীতা ও অসাবধানতার কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পথদুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিশালগড়ের লেম্বুতলী হাজারী চৌমুহনী এলাকায় শুক্রবার বেলা সোয়া নয়টা নাগাদ দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাইক চালকদের দ্রুতগামীতার রণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে সোনামুড়ার ঘ্রানতলীতে মারুতি গাড়ির ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবকের নাম সাহেব আলী। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাজগঞ্জ বাজারের অলিগলি দখল মুক্ত করার হুশিয়ারি দিলেন পুর মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র সহ নিগমের কমিশনার এবং খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও স্থানীয় কাউন্সিলর শুক্রবার রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকা পরিদর্শন করেছেন। সফরকালে মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকার বিভিন্ন সমস্যা তারা খতিয়ে দেখেন।

এ-বিষয়ে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানান, মহারাজগঞ্জ বাজারের গলি পথগুলি বেশ কিছুদিন ধরেই জবর দখল করে রাখা হয়েছে। এর ফলে ক্রেতাদের চলাফেরা করতে সমস্যা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কোন ধরনের দুর্ঘটনা কিংবা অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটলে দমকল বাহিনী কিংবা অ্যাম্বুলেন্স ওই এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না। তাতে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

প্রসঙ্গত, পুর নিগাম নির্বাচনের আগে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া

হয়েছিল সমস্ত অলিগলি জবর দখল মুক্ত করে স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। সেই প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার, পুর নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব, খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজিব ভট্টাচার্য, এলাকার কাউন্সিলর রত্না দত্ত, বাজার কমিটির কর্মকর্তারা মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মহারাজগঞ্জ বাজারের অলিগলি যেভাবে জবরদখল করে ব্যবসা চালানো হচ্ছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন পুর নিগমের মেয়র।

তিনি ব্যবসায়ীদের আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে অলিগলি জবর দখল মুক্ত করে জনগণকে সচ্ছন্দে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অলি গলি গলি জবর দখল মুক্ত করা না হলে পুর নিগমের টাস্কফোর্স বাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে মেয়রকে কাছে পেয়ে মহারাজগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীরা বাজার এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ঘাট সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। মেয়রসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

ইয়াবা ট্যাবলেট সহ যুবক ধৃত পুলিশের ভূমিকায় সন্দেহ

তেলিয়ামুড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জানুয়ারি।। ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক যুবককে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। কিন্ত, কোন এক অজ্ঞাত কারণে পুলিশ ধৃত যুবকের বিষয়ে মুখ খুলতে চাইছে না। শুক্রবার বিকেলে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাহা ব্যাকারী সংলগ্ন স্থানে ওই ঘটনায় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নেশা সামগ্রী পাচারের মূল পান্ডা রাকেশ বনিক পুলিশের সাথে রফা করে করিমগঞ্জ, শিলচর থেকে ইয়াবা সহ বিভিন্ন নেশা দ্রব্য পাচার করেন। যুব সমাজকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত ওই নেশা সামগ্রী পাচারে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ভূষণ দেবনাথকে ব্যবহার করেন রাকেশ বণিক ওরফে কুড়ু।

আজ এলাকাবাসীর কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল, ভূষণ ট্রেনে চেপে বহি:রাজ্য থেকে নেশা সামগ্রী ত্রিপুরায় পাচারের জন্য নিয়ে আসছে। সেই মোতাবেক এলাকাবাসী রেল স্টেশনে ভূষণকে নেশা সামগ্রী সহ হাতেনাতে পাকড়াওয়ের জন্য উত পেটে বসে থাকেন। কিন্তু, ভূষণ তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান। সেখান থেকে পালিয়ে ওই যুবক তেলিয়ামুড়া অনুকুল ঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় রাকেশ বণিকের বাড়িতে আশ্রয় নেন।

কিছুটা সময় সেখানে অপেক্ষা করে নেশা সামগ্রী নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দিতে বেরিয়ে যান ভূষণ। কিন্ত, এদিন বিকেলে নেশা সামগ্রী সহ তাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১১৩ ◘ ২৯ জানুয়ারি ২০২২ ইং ◘ ১৫ মাঘ ◘ শনিবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কাশ্মীর উপত্যকায় জটিলতা বাড়িয়াছে

দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবল প্রকোপে যখন ভারতীয় উপমহাদেশীয় ভূখণ্ড ভাঙিয়া দু'টুকরো , সেই সময় 'দুই জাতি'র কাল্পনিক দ্বন্দ্বের জাঁতাকলের মাঝখানে পড়িয়া গিয়াছিল যে কয়েকটি অঞ্চল, তাহার মধ্যে কাশ্মীরের পরিস্থিতিই ছিল সবচেয়ে জটিল। একদিকে দেশভাগ, অন্যদিকে কাশ্মীর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতের সন্তানরা যাহাই ভাবুন না কেন, ভাগ্যের সঙ্গে সেই রাতের গাঁটছড়াটি ছিল বিষকণ্টকে আবৃত। ভারত-পাকিস্তানের যৌথ রাষ্ট্রিক চাপের মাঝখানে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার জোগাড় কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের। সাড়ে সাত দশক ধরিয়া ওই উপত্যকার প্রায় প্রতিটি পরিবার একদিকে জঙ্গিবাদ, অন্যদিকে দমননীতির আসুরিক চাপের মধ্যে বাস করিতেছে।

অটলবিহারি বাজপেয়ি তাঁহার জমানায় এই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে 'কাশ্মীরিয়ত-জামহুরিয়ত-ইনসানিয়ত'-এর কথা বলিয়াছিলেন। তখন কি জানা ছিল, ১৯ বছর পরে ওই একইদিনে বাজপেয়িজির 'ভাবশিষ্য' নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি তাঁহার রাজনৈতিক গুরুর উল্টো পথে হাঁটিবেন ? বাতিল করিবেন সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫(ক) ধারা। জম্মুতে ভোটব্যাঙ্ক অক্ষুণ্ণ থাকায় কাশ্মীর উপত্যকায় বিজেপির জনভিত্তি হারানোর বিশেষ ভয় নাই। বরং অশান্ত কাশ্মীরকে দেখিয়া সে অবশিষ্ট ভারতে এক ধরনের জনসমর্থন আদায় করিতে চায়। এর ফলে সমাধান সূত্র বের হইয়া আসা দূরে থাক, জটিলতা বাড়িয়াছে এবং কাশ্মীর উপত্যকার সাধারণ মানুষও ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। ১৯৪৭-এর ২৬ অক্টোবর বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে এই কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছিল। ওই বিশেষ শর্তে ১৯২৭ সালের একটি আইনকে ভারত সরকার মান্যতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। ওই আইনে মহারাজ হরি সিং জম্মু-কাশ্মীরে অ-কাশ্মীরিদের জমি কেনা এবং চাকরি করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। অ-কাশ্মীরিরা তখন থেকেই সেখানে স্থায়ী নাগরিকত্বের অধিকার পাইতেন না। ১৯৪৭-এ হরি সিংকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিরই ফল সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫(ক) ধারা। আরএসএস তথা সঙ্ঘ পরিবার বরাবরই ওই দুই ধারার বিরোধী। জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টে ওই আইন বাতিলের জন্য তাহারা দাবিও জানাইয়াছিল। কিন্তু হাইকোর্ট সেই দাবি খারিজ করিয়া দেয়। সুপ্রিমকোর্টও হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায়। সাময়িকভাবে সঙ্ঘ পরিবার পিছু হটে। কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়া মোদি-শাহ সেই বছরের ৫ আগস্ট ওই দুই আইন বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ একটাই, ভোটের অঙ্ক !জম্মু-কাশ্মীরে ২০১৪-র বিধানসভা ভোটে মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ২৩ শতাংশ পাইয়া বিজেপি পাইয়াছিল ২৫টি আসন। আর মুসলিম প্রধান কাশ্মীরে পাইয়াছিল মাত্র ২.২ শতাংশ ভোট! ফলে মিশন ৪৪ৃ স্লোগান তুলিয়া যে স্বপ্ন দেখা শুরু করিয়াছিলেন অমিত শাহরা, তাহা অধরাই থাকিয়া গিয়াছিল। তখনকার জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় মোট আসন ছিল ৮৭টি। কাশ্মীরে ৪৬, জম্মুতে ৩৭ এবং লাদাখে ৪। অমিত শাহরা বুঝিয়া গিয়াছিলেন, জম্মু-কাশ্মীরকে দখল করিতে হইলে ভূস্বর্গকে কব্জা করা জরুরি। সেই উদ্দেশ্যেই সেখানকার জনবিন্যাসকে ঘাটিয়া দেওয়া খুব প্রয়োজন। তাই, সংবিধানের ৩৫-এ ধারা বাতিল করিয়া দিয়া তামাম ভারতের সামনে কাশ্মীর উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এখন যে কেউ সেখানে জমি কিনিতে পারেন। যে কেউ সেখানকার স্থায়ীবাসিন্দা হইতে পারেন। আর স্থায়ীবাসিন্দা মানেই ভোটার। এখানেই শেষ নয়।

ডিলিমিটেশন তথা বিধানসভা ক্ষেত্রের সীমানা পুনর্বিন্যাস প্রস্তাব তাহারই সর্বশেষ পদক্ষেপ। ডিলিমিটেশন কমিশনের প্রধান করা হইয়াছে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জনা দেশাইকে। ডিলিমিটেশনের ক্ষেত্রে সারা দেশে এতকাল যে বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইত এবং যে অভিজ্ঞতা ও বোঝাপড়াকে মান্যতা দেওয়া হইত জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে তাহার সবগুলিকেই কার্যত অস্বীকার করা হইয়াছে। বদলে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে জনবিন্যাসের চরিত্র বদল করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। এই কৌশল একসময় নিয়াছিল মুসলিম মৌলবাদীরাও। তাহারা কাশ্মীর থেকে পণ্ডিতদের উচ্ছেদ করিয়া জনবিন্যাসের চরিত্র বদল করার চেষ্টা করিয়াছিল।

আসন পুনর্বিন্যাসের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় মাথায় রাখা হয় ঠিকই, কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্ব পায় জনসংখ্যা। এক্ষেত্রে জনসংখ্যাকে পাশে সরাইয়া সেই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে আগামী নির্বাচনে জম্মু- কাশ্মীরের অধিবাসীদের মতামতের যথাযথ প্রতিফলন ঘটিতে না পারে। ডিলিমিটেশন কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে, যেখানে জনসংখ্যা কম সেখানে আসন সংখ্যা বাড়িয়াছে। আর যেখানে জনসংখ্যা বেশি সেখানে আসন বাড়েনি বলিলেই চলে। জম্মুতে ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা ৫৩.৫ লক্ষ, সেখানে আসন বাড়িয়াছে ৬টি। অথচ কাশ্মীর, যেখানে জনসংখ্যা ৬৮.৮ লক্ষ সেখানে বাড়িয়াছে মাত্র একটি। লাদাখের চারটি আসন বাদ হইয়া যাওয়ায় বর্তমানে কাশ্মীরে ৪৬টি এবং জম্মুতে ৩৭টি আসন রহিয়াছে। আসনের পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব অনুযায়ী, আগামী বিধানসভা ভোটে জম্মু অংশের আসনসংখ্যা ৬টি বাড়িয়া হইবে ৪৩। কাশ্মীর অংশে মাত্র ১টি বাড়িয়া হইবে ৪৭! তাহা ছাড়া পূর্বের জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় ২৪টি আসন ফাঁকা থাকিত পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য। তাহা এবারও অপরিবর্তিত থাকিবে। অর্থাৎ জম্মু-কাশ্মীরের জন্য মোট আসন সংখ্যা হবে ১১৪টি।

যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ হতো তাহা হইলে কাশ্মীরের আসন ৪৬ থেকে বাড়িয়া হতো ৫১টি। আর জম্মুর আসন ৩৭ থেকে বাড়িয়া হইত ৩৯টি। কিন্তু তাহা করা হয়নি। বিজেপির লক্ষ্য, জম্মুতে বেশি আসনে জিতে কাশ্মীরের ঘাটতি পূরণ করিয়া ক্ষমতা দখল করা। তাই আসনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরের প্রায় সমান করিয়া দেওয়া হইতেছে সংখ্যালঘু জম্মুকে! এই গোটা ষড়যন্ত্রটাই মানুষের কাছে আজ পরিষ্কার। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত, বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাস প্রস্তাবের পর কাশ্মীর উপত্যকার রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও জোটবদ্ধ হওয়ার আরও এক সুযোগ করিয়া দিয়াছে সরকার।

নারদ মামলায় ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজিরা দিলেন ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : নারদ মামলায় অন্তর্বর্তী জামিন সুনিশ্চিত হল পরিবহণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র, প্রাক্তন মেয়র ও মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং সাসপেন্ড হওয়া আইপিএস অফিসার এসএমএইচ মির্জার। তৃণমূল নেতাদের দাবি, তাঁরা আদালতের নির্দেশ মতোই চলেছেন।নারদ মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি যে চার্জশিট পেশ করে, তাতে এই চারজন ছাড়াও সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নাম ছিল। কয়েকমাস আগে প্রয়াত হন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। আদালতের নির্দেশমতো শুক্রবার ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, শোভন চট্টোপাধ্যায় ও এসএমএইচ মির্জা ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজিরা দেন।শুক্রবার সিটি সেশন কোর্টের ইডির বিশেষ আদালতে তৃণমূল নেতাদের তরফে আইনজীবী অনিন্দ্যকিশোর রাউত সওয়ালে বলেন, তাঁর মক্কেলদের বিরুদ্ধে কোনও নেতিবাচক রিপোর্ট নেই। আদালতের সমস্ত নির্দেশ তাঁরা পালন করেছেন। তাই জামিন সুনিশ্চিত করার আবেদন জানান তিনি। বিরোধিতা করে ইডি-র আইনজীবী পাল্টা বলেন, এই মুহূর্তে তাঁরা জামিনের বিরোধিতা করছেন। কারণ, ইডির তরফে সহায়ক চার্জশিট জমা দেওয়া হবে। এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তী জামিন সুনিশ্চিত করা ঠিক নয় বলে সওয়াল করেন ইডির আইনজীবী। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর রায়দান স্থগিত রাখা হয়। পরে আদালত নারদ মামলায় চারজনের অন্তর্বর্তী জামিন সুনিশ্চিত করে।২০১৬-র ১৪ মার্চ বিধানসভা ভোটের আগে নারদ স্টিং ফুটেজ প্রকাশ্যে আসে। গত বছরের ১৭ মে নারদকাণ্ডে চার নেতা-মন্ত্রীকে গ্রেফতার করে সিবিআই। আগেই গ্রেফতার হন এস এম এইচ মির্জা। পরে তাঁরা জামিন পান। ১ সেপ্টেম্বর নারদ মামলায় চার্জশিট জমা দেয় ইডি। এবার এই মামলায় অন্তর্বর্তী জামিন সুনিশ্চিত হল চারজনের।

আইএনএ-র বীর সৈনিকরা কেন স্বাধীন ভারতে প্রাপ্য মর্যাদা পেলেন না ?

বরুণ দাস

এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা কেন ভারতবাসীর মনে এলো না তা নিয়ে অনেকেরই ক্ষোভ আছে, কিন্তু সেই সঙ্গত ক্ষোভের কোনও বিস্ফোরণ ঘটেনি এদেশে তা বলাই বাহুল্য। যদি তেমন কিছু ঘটতো, তাহলে নিঃসন্দেহে। যেমন "যুদ্ধোপরাধী" আখ্যা দিয়ে তাদের বিচারের প্রশে গর্জে উঠেছিল গোটাদেশ। কংগ্রেসের দুরভিসন্ধি সেদিন বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি দেশবাসীর প্রবল প্রতিবাদ-প্রতিরোধে। দেশজুড়ে গণ-বিক্ষোভের চাপে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস ও বৃটিশরাজকে।

পুরনো পরিসংখ্যান বলে, প্রায় পঁচিশ লক্ষ ভারতীয় যুদ্ধে শামিল হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। তারা মিত্রপক্ষের হয়ে বিশ্বের নানা রণাঙ্গনে লড়াই করেছিলেন অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে এবং প্রাণ দিয়েছেন অথবা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের কাছে। এই পরাজিত ও বন্দি ভারতীয় সেনাদেরই আহান জানিয়েছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু প্রতিষ্ঠিত আইএনএ-র সর্বাধিনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তার উদাত্ত ও আন্তরিক আহনে সাড়া দিয়ে এঁদের অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ-এ।

বিভিন্ন প্রান্তের বন্দিশিবিরে পৌঁছে নেতাজি তাদের দেশাত্মবোধ অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারই ফসল আজাদ হিন্দ ফৌজ-এ তাদের যোগদান এবং নেতাজির নেতৃত্বে নতুনভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রণাঙ্গনে ঝাপিয়ে পড়া। বটিশের হয়ে আগে লড়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদি আগ্রাসনের মুক্ত করতে। নেতাজির দূরদশী উদ্যোগে তাদের এই পরিবর্তিত অবস্থান জাতীয়কংগ্রেসের যেমন ভালো. লাগেনি, তেমনি লুণ্ঠনকারী ধূর্ত ব্রিটিশেরও।

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করবেন, ধূর্ত বৃটিশরাজের ভালো না লাগার কারণ না-হয় বোঝা গেল; কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের ভালো না-লাগার কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হয়। অনেকেই কমবেশি জানেন, জাতীয় কংগ্রেসের দু' দু'বারের (১৯৯৮ ও ১৯৩৯) নির্বাচিত সভাপতি (তখন রাষ্ট্রপতি বলা হতো) সুভাষচন্দ্র বসু। যদিও দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হয়েও তিনি পদত্যাগ বাধ্য হয়েছিলেন কাজকরতে না দেওয়ার জন্য। গান্ধি-ঘনিষ্ঠ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন নির্বাচিত সভাপতিকে।

যেকোনও ভাবে দলে পদ আকড়ে থাকা নয়, কাজই ছিল তীর কাছে প্রধান লক্ষ্য। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের অসহযোগিতায় সেই লক্ষপূরণে ব্যর্থ হয় সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতির পদে ইস্তফা দেন। পদহীন অথচ দলে প্রবল প্রভাব বিস্তার করা নেতার এন অনৈতিক আচরণ মেন নিতে পারেননি কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু। এরপর তাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার ও বাধ্য হয়ে নতুন দল গঠনের কথা আমরা সবাইকমবেশি জানি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার কারণে ৪১-এ দেশত্যাগের কথাও।

এরপরের ঘটনা তো ইতিহাস। সেইগৌরবময় ইতিহাস আমাদের হয়তো কমবেশি অনেকেরই জানা। যদিও পাঠ্য ইতিহাসে সে সবকে স্বযতনে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি পর্যায়ে লিখিত ইতিহাস ও গবেষণা-লব্ধ কথা তো আমাদের সবারই জানা। নিবন্ধের স্বার্থে কিছুটা ছুঁয়ে যাওয়া আর কি। কারণ আমরা সবাই জানি, তার দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বলিউড সিনেমার রোমাঞ্চকর কাহিনিকেও হার মানায়। প্রতি মুহূর্তে যেখানে তার মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল থেকে প্রবলতর। রণাঙ্গনে তার সরাসরি উপস্থিতি।

পরাধীন দেশের অভ্যন্তরে প্রথম সারির জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা যখন স্বাধীনতা আন্দোলন নামে ব্রিটিশের সঙ্গে 'কানামাছিস ভো ভো' খেলছেন এবং পরিস্থিতি কিছুটা বেগতিক দেখলেই জেল-বন্দি হয়ে নিরাপদে কাটাচ্ছেন, কউ বা বই পড়ছেন কিম্বা লিখছেন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তা প্রকাশ করছেন এবং দেশ-বিদেশের বৌদ্ধিকদের বাহবা কুড়োচ্ছেন-সুভাচন্দ্র তখন যুদ্ধোন্মও বিশ্বের নানাপ্রান্তে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করছেন স্বাধীনতার লক্ষ্যে।

অক্ষশক্তির তাবড় তাবড় "বিতর্কিত" রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বৈঠক এবং টেনে আনছেন এবং মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ছেন। না, পিছন থেকে নয়একেবারে সামনে থেকে। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও। যেকোনও যুদ্ধে সমরনায়ক যেদিকাছে না থাকেন তো সাধারণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণা পাবেন কী করে? বিশেষ করে এমন অসম যুদ্ধে। দেশের স্বাধীনতার সামগ্রিক স্বার্থের কাছে তার নিজের গোটা জীবনকেই সঁপে দিয়েছেন।

সে সময়ের বৃটিশ-অনুযায়ী ভারতীয়নেতাদের পক্ষে এসব ভাবাটাও বোধহয় বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। ফলে যুদ্ধ-উন্মত্ত বিশ্ব-ব্যর্থ। উল্লেখ্য, কংগ্রেস কম্যুনিস্ট-মুসলিম লিগ তখন এদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল। এরা কেউ নেতাজির সুদূর-প্রসারিত ভাবনাচিন্তার সঙ্গে একমত নন। বরং নানাবিধ কুৎসা ছড়াতেই বেশি ব্যস্ত। নেতাজির অবস্থিত নিন্দায় তারা মুখর। কংগ্রেসেরবিরোধিতা তবু বোঝা যায় কিন্তু ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও মুসলিম লিগের অবস্থান বড়োবেশি জটিল।

গান্ধিজি মনে-প্রাণে চাইলেও ভারতবাসীকিন্তু নেহরুজির ওপর তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই সুভাষ-মুক্ত জাতীয় কংগ্রেসে ১৯৪৬-এ দলীয় নির্বাচনে নির্বাচকরা কিন্তু সভাপতি হিসেবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নন, সর্দার বল্লভভাই পটেলকেই বেছে নিতে চাইছেন। প্রমাদ গুনলেন গান্ধিজি। সেকথা নেহরুকে। বেঁকে বসলেন নেহরু। তাকে সভাপতি না করলে তিনি জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে অন্য দল গড়বেন। সমাজবাদী দল। মাঠে নামলেন নেহরুর প্রিয় রাজনৈতিক গুরু গান্ধিজি।

সুতরাং জাতীয় কংগ্রেসের পশ্চিমী সহযোদ্ধা (পড়ুন প্রবল প্রতিদন্ধী) সর্দার বল্লভভাই পটেলকে নিয়ে বিরত নেহরুজি সুভাষচন্দ্র ফিরে এলে সামলাবেন কী করে? গান্ধিজি আর কতোবার কতোদিক সামলাবেন? তাছাড়া স্বাধীনতার পরের ছয়েই তো তিনি প্রার্থনা সভায় গডস-এর গুলি খেয়ে হায় রাম বলে ভবলীলা সাঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছেন। গান্ধি হীন নেহরুজির তেমন ভরসাস্থলই-বা আর কোথায়? শুধু ভারতবর্ষে নয়, গোটা এশিয়ায় প্রবল ঝড়তোলা সুভাষচন্দ্র বসু তখন নেহরু-গান্ধি পরিবারের কাছে রীতিমতো বিভীষিকা। ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই চরম সুভাষ-বিদ্বেষী চতুর ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে গোপন বড়যন্ত লিপ্ত নেহরু-গান্ধি পরিবার চেয়েছিল আইএনএ-র সুভাষ-পন্থি বীর যোদ্ধাদের বিচারের আড়ালে ফাসিকাঠে ঝোলানো অর্থাৎনিকেশ করে দেওয়া। কারণ এঁরা জীবিত থাকলে কিম্বা দেশের সেনাবাহিনীতে যোগদান করলে বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও তেমন ঝুঁকি নেবেনই বা কেন? এককালের সুভাষ- সহযোগী বুদ্ধিমান নেহরুও নিতে চাননি। তাই নিজের সম্ভাব্য গদি নিরাপদ রাখতে ধূর্ত ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। কিন্তু তার ফল হয়েছিল ঠিক উল্টো। আইএনএ-র বীর সেনাদের লালকেল্লার বন্দি করে বিচারের জন্য তোড়জোর শুরু হতেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রবল ঝড় তুলেছিলেন ভারতবাসী। গোটা পরিস্থিতি এমন ভয়ানক আকার নেবে ভাবতে পারেননি নেহরু ও তারদোসর বৃটিশরাজ। বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে এবার "অন্যভূমিকায়" দেখা গেল নেহরুজিকে। রাতারাতি একেবারে ১৮০ ডিগ্রি বেঁকে গেলেন তিনি। কালোকোট গায়ে চাপিয়ে তিনি আইএনএ-র বীর সেনাদের হয়ে সওয়াল শুরু করলেন। কী বিচিত্র এই রাজনীতির খেলা।

> পুরনো পরিসংখ্যান বলে, প্রায় পঁচিশ লক্ষ ভারতীয় যুদ্ধে শামিল হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। তাঁরা মিত্রপক্ষের হয়ে বিশ্বের নানা রণাঙ্গণে লড়াই করেছিলেন অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে এবং প্রাণ দিয়েছেন অথবা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে শুক্রপক্ষের কাছে এই পরাজিত ও বন্দি ভারতীয় সেনাদেরই আহ্বান জানিয়েছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু প্রতিষ্ঠিত আইএনএ-র সর্বাধিনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দেশভাগের পর নেতাজি-ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ত কর্নেল হাবিবুর রহমান সহ আইএনএ-র আরও অনেক মুসলমান সেনা পদাধিকারী পাকিস্তানে চলে যান। এবং সে দেশের সেনাবিভাগে তাঁরা সসম্মানে স্থান পেয়েছিলেন। ভারতে হয়েছিল চার ঠিক উল্টোটাই সুভাষচন্দ্র বসুর বিশ্বস্ত শাহনাওয়াজ খান রাতারাতি 'নেহেরুর লোক' হয়ে যাওয়ায় তাঁকে 'রাজনৈতিক পুনর্বাসন' দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী জ্যহরলাল নেহরু। বাকিরা রাতারাতি 'পাল্টি খেতে' পারবেন না বলেই সম্ভবতঃ পাকিস্তানে চলে যান কিন্তু এদেশে কী হলো? আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিলেন সরকার বাহাদুর। শাহনাওয়াজ খান, আইয়ার, লক্ষ্মী সেহগাল-এর মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে 'নিজেদের দিকে' টেনে এনে তাঁদেরকে মর্যাদা দেওয়া হল বটে, কিন্তু আইএমএ-র বীর সেনাদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হল না। তাঁদের সময় অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাকে কোনও কাজেই লাগানো হলো না সদস্য স্বাধীন হওয়া দেশ তথ্য ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। অথচ সেসময় তাঁদের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। '৬২-র চিন-ভারত যুদ্ধে তার উপযুক্ত খেসারত দিতে হয়েছে গোটা দেশকে।

একটা পরিবারের সংকীর্ণ স্বার্থের কাছে বিসর্জন দিতে হয়েছে গোটা দেশের জাতীয় স্বার্থকে। আসলে নেহরুজি তো জানতেন সুভাষচন্দ্র বসু বেঁচে আছেন এবং কোথায় আছেন। তাঁর অনুগামী সেনাদের ভারতীয় সেনা বাহিনীতে প্রবেশের সুযোগ দিলে হিতে বিপরীত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাঁদের প্রিয়নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থনে ভারতীয় সেনা অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে। খুব সম্ভবত এই আশঙ্কা থেকেই আইএনএ-র বীর সেনাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যুক্ত করার সাহস পাননি ক্ষমতালোবী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

উপরন্তু সুভাষচন্দ্র যাতে নতুন করে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নিতে না পারেন, সেজন্য আর্থিক দিক থেকে তাঁকে পঙ্গু করে দেওয়ার লক্ষে রামমূর্তি ও আইয়ারকে দিয়ে জাপানে গচ্ছিত আজাদ হিন্দু ফৌজ এর বহু কোটি টাকা ও অলংকার প্রায় রাতারাতি গায়ের করে দেওয়ার কাজটিও সেরে ফেলা হলো। যা এশিয়ার বিভিন্নপ্রান্তে বসবাসকারী নেতাজি অনুরাগী ব্যাবসায়ী ও বিত্তবানের দান করেছিলেন। আজাদ হিন্দু ফৌজ-এর সম্পদ হয়ে গেল ব্যক্তিগত সম্পদ। আদও সেই সম্পদের কোনও হদিশ জানেন না ভারতবাসী। সেদিন যেভাবে ভারতবাসী এই ষড়যন্ত্রনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, স্বাধীন ভারত নেতাজি সুভাষচন্দ্রে অন্তর্ধান রহস্যের সামাধান করে যিদি একইভাবে জোরালো প্রতিবাদ প্রতিরোধে পথে নামতেন-তাহলে হয়তো প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওরলাল নেহরু বাধা হতেন এর একটা বিহীত করতে। বিষয়টাকে চেপে রাখতে পারতেন না নিশ্চিত। কিন্তু তাঁর নিজের দল সারাতারত ফরওয়ার্ড ব্লক তো নয়ই, সুভাষচন্দ্রের প্রিয় ভারবাতীরাও সেই অনিবার্য দায়িত্বটুকু পালন করতে পারেননি। এটা শুধু দুঃখেরই নয়, চরম লজ্জারও বটে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আয়কর ছাড়ে ফিরবে সুদিন ?

সুতীর্থ চক্রবর্তী

কেন্দ্রীয় বাজেট কীরকম হতে পারেও কীরকম হওয়া উচিত, তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে জল্পনা-কল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। বিভিন্ন মহল থেকে নানারকম পরামর্শ আসতে শুরু করেছে। তবে এবারের বাজেট করা নিঃ সন্দেহে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের কাছে একটি কঠিন কাজ। প্রথমত, প্রত্যাশামতো কোভিড অতিমারী এখনও যায়নি। বারবার যেভাবে কোভিডের ঢেউ ফিরে ফিরে আসছে, তাতে এখনও অর্থনীতির সামনে গভীর সংশয়। দ্বিতীয়ত, গত দু'বছর অতিমারীর ফলে দেশের অর্থনীতি একেবারে বিধ্বস্ত। ব্যবসায়ীদের টাকা পয়সা ও নিঃশেষ। এই মুহূর্তে অর্থনীতিকে চাঙ্গা না করা গেলে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির জন্ম নেবে। বেকারের সংখ্যা এতটাই বাড়বে যে, তা কল্পনার অতীত। তৃতীয়ত, সামনেই উত্তরপ্রদেশ -সহ পাঁচ রাজ্যের ভোট। উত্তরপ্রদেশে এবার বিজেপির জোট টক্কর। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় বাজেটে কিছু চমন তৈরি করার দায়বদ্ধতা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর থাকবেই।

অর্থনীতিকে দ্রুত চাঙ্গা করতে গেলে চটজলদি ধম্যবিত্তকে আয়করের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়া ছাড়া 'বিকল্প' কোনও পথ দেখা যাচ্ছে না। সংবাদমাধ্যমে অর্থনীতিবিদদের যেসব সাক্ষাৎকার প্রকাশ হচ্ছে। তাতে সিংহভাগ অর্থনীতিবিদ-ই কর ছাড়ের পক্ষে রায় দিচ্ছেন। মধ্যবিত্তকে আয়করে সুবিধা দিলে তারা খুব দ্রুত বাজারে এসে বিভিন্নরকম পণ্যের চাহিদা বাড়াতে পারে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের ভোগব্যয়ের প্রবণতা বেশি হয়। তাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ এলে মুহূর্তে সেটি পণ্যের বাজারে চলে আসে। অতিমারীর শুরু থেকেই এইভাবে চাহিদা সৃষ্টির পরামর্শ বহু অর্থনীতিবিদ সরকারকে দিয়ে আসছেন। বাজারে চাহিদা দ্রুত বাড়লে একমাত্র ধুঁকতে থাকা ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু সরকার এখনও পর্যন্ত চাহিদা বাড়ানোর বিভিন্ন দাবিগুলিতে বিশেষ কর্ণপাত করেনি। তবে, এবারের বাজেটে কর ছাড়ের বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় থাকতে পারে বলে ওয়াকিবহাল মহলে জোরদার জল্পনা চলছে। আমাদের দেশ 'সুপার রিচ'-দের আয়োর উপর কর প্রায় ৪৩ শতাংশ। সেই আয়ে ছাড় দেওয়ার পক্ষে কেউ সওয়াল করছে না। 'সুপার রিচ'-দের আয়করের ছাড়ে সামগ্রিক অর্থনীতির কোনও লাভও নেই। করণ, বড়লোকরা উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে এলে তা সঞ্চয় করবে। প্রস্তাব উঠছে 'সুপার রিচ'দের ছাড় দেওয়ার বদলে সরকার মধ্যবিত্তর আয়কর কাঠামোয় কিছু চাড় দিক। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে যা প্রকাশ পাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কেউ কেউ বলছে, আয়করের নীচের স্ল্যাবটির ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হতে পারে। কেউ কেউ বলছে, স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হতে পারে। কেউ কেউ বলছে, ৮০সি ও ৮০ ডি ধারায় এখন দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত যে ছাড় মেলে, তার উধবসীমা বাড়িয়ে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করা হতে পারে। অর্থাৎ, জীবনবিমা, পিএফ, পিপিএফ ইত্যাদি খাতে সঞ্চয় করে আরও ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কে করের আওতায় বাইরে রাখা যেতে পারে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট পান্ডে বছরে ৫ লক্ষ টাকা সঞ্চয় পর্যন্ত করের আওতার বাইরে আসতে পারে বলেও জল্পনা রয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে, গৃহঋণের সুদের উপর যে কর ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে, তা ৮০সি ধারার বাইরে আনা হোক। গৃহঋণের সুদের উপর ছাড় ৮০ সি ধারার মধ্যে থাকায় অনেকেই তার সুযোগ নিতে পারে না। গৃহঋণের সুদের ক্ষেত্রেও বছরে ২ লক্ষ টাকার একটি ঊর্ধ্বসীমা রয়েছে। সেই ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানোর দাবিও উঠেছে। যেহেতু এখন সাধারণভাবে গৃহঋণের পরিমাণ অনেক বেশি, তাই ক্ষেত্রে কর ছাড়ের সুবিধা বেশি সংখ্যক মানুষকে দিতে গেলে সুদের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো দরকার। সুদের হার কমায় বহু মানুষ মেয়াদি আমানতে লগ্নির বদলে মিউচুয়াল ফান্ড, স্টক মার্কেটে টাকা খাটায়। এক্ষেত্রে দু'টি করের বোঝা হয়েছে। একটি হল 'সিকিউরিটি ট্রানজ্যাকশন ট্যাক্স' ও অন্যটি হল 'লংটার্ম ক্যাপিটাল গেল ট্যাক্স'। যে কোনও একটি করের বেঝা প্রত্যাহারের দাবি রয়েছে।

আয়করের ক্ষেত্রে এসব দাবি ও জল্পনার কতটা বাস্তব হবে, তা হলফ করে বলা যায় না। অতিমারীর শুরুর আগে নরেন্দ্র মোদির সরকার আচমকা কর্পোরেট করে প্রচুর ছাড় দিয়েছিল। 'সুপার রিচ'দের যেখানে আয়ের উপর ৪৩ শতাংশ করের বোঝা, সেখানে মোদি সরকার কর্পোরেট কর ২২ শতাংশে নামিয়ে দিয়েছে। কর্পোরেট করের এই ছাড় গত -দু বছরে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িয়েছে সে কথা বলা যাবে না। কিন্তু এই ছাড়ের ফলে সরকারের কোষাগারে যথেষ্ট ধাক্কা লেগেছে। প্রত্যক্ষ কর আদায় প্রচুর কমে গিয়েছে। সেই ঘাটতি পূরণ করতে সরকার অতিমারীর মধ্যে পেট্রোল ও ডিজেল ক্রমাগত কর বাড়িয়েছে, যার জের এসে পড়েছে সাধারণ মানুষের উপর। ফলে অর্থনীতিবিদদের সুপারিশ মতো মধ্যবিত্তর আয়করে সরকার আদৌ কোনও সুবিধা দেবে কি না, তা নিয়ে সংশয় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গত কয়েক মাসে সরকারের পরোক্ষ কর আদায় তথা জিএসটি সংগ্রহ বেশ বেড়েছে। সরকার এখন প্রতি মাসে গড়ে ১ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি টাকা জিএসটি আদায়ের এই গড় মাসে মাত্র ৯৮ হাজার কোটি টাকা ছিল। যেহেতু সরকারের জিএসটি থেকে আয় কিছুটা বেড়েছে, তাই অনেকে মনে করছে, এবার হয়তো আয়করে ছাড় দিয়ে অর্থনীতি চাঙ্গা করার একটা পদক্ষেপ সরকার করতে পারে।

পরিকাঠামোর লগ্নি বাড়িয়ে, সরকারি খরচ বাড়িয়ে যারা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার দাওয়াই দিচ্ছে, তাদের প্রস্তাব কতখানি কার্যকর হবে, তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েচে। সামাজিক ক্ষেত্রে নানারকম অনুদান বাড়িয়ে দিয়ে সরকারি খরচ সাংঘাতিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার মতো ক্ষমতা সরকারের নেই। সেই ঝুঁকিও এই সরকার নিতে চায় না। আর পরিকাঠামোয় লগ্নির ক্ষেত্রে একটা সময়ে ব্যবধান সবসময় থাকে। সরকার একটা রাস্তা বা সেতুর কথা ঘোষণা করলে, তার জন্য জমি পাওয়ার পর সরকার দরপত্র দেয়। ঠিকাদার বাছাই হয়, ঠিকাদারি সংস্থাকে অর্থ জোগাড় করতে হয়—সবমিলিয়ে অনেকটা সময় যায়। ফলে, আজ বললে কাল ফল মেলে না। কিন্তু অতিমারীতে অর্থনীতির যা দশা, তাতে চটজলদি ফল মেলাটাই জরুরি। ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট ভাষণে যদি নির্মলা সীতারমন আয়করের স্ল্যাবের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে দেন বা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন, তাহলে দেখা যাবে সেদিনই বাজারে চাহিদা বাড়তে শুরু করেছে।

পাঁচ রাজ্যের ভোটের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে অবশ্যই কিছু পরিকাঠামো প্রকল্পের কথা বাজেটে রাখতে হবে। এসব প্রকল্প হোক বা না হোক, বিজেপি নেতারা সেগুলি ভোটের প্রচারে বলবেন। এর অবশ্যই একটা রাজনৈতিক মূল্য আছে। অনেকে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে, বাজেটে যখন প্রকল্পটি ঘোষণা হয়েছে, তখন একদিন না একদি সেই প্রকল্পটি রূপায়িত হবে। জনগণকে একথা বোঝাতে পারলে ভোটে তার সুফল মেলে। সীতারমনকে ভোটের সুফলের দিকটিও মাথায় রাখতে হবে। মধ্যবিত্তর কর ছাড়ের সুবিধাও ভোটে ডিভিডেন্ড দেয়। ফলে এবারের বাজেটে আয়করের ক্ষেত্রে কিছু ছাড়ের কথা থাকার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জল। তবে ভোটের স্বার্থের বিষয়টির চেয়েও বাজাটে গুরুত্ব পাক সামগ্রিক অর্থনীতি দ্রুত চাঙ্গা করার বিষয়টি। কীভাবে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের হাতে টাকার জোগান বাড়ানো যাবে, সেটা সুনিশ্চিত করাই বাজেটের একমাত্র লক্ষ্য ওয়া উচিত। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দেশাত্মবোধ ও পেশাদারিত্বমূলক উৎকর্ষ শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যে সৈনিক স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও পেশাদারিত্বমূলক উৎকর্ষ শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যে সৈনিক স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। টিএসআর জওয়ানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়েও আন্তরিক রাজ্য সরকার। আজ টিএসআর সপ্তম বাহিনীর হেড কোয়ার্টার সহ আরও তিনটি বিভিন্ন কোম্পানি হেড কোয়ার্টার ও কোম্পানি প্ল্যাটুন পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সপ্তম বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে জওয়ানদের সাথে বসে মধ্যাহ্ন আহার গ্রহণ করেন। তার আগে কর্তব্য পালনে যেসব বীর জওয়ানগণ শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। হেড কোয়ার্টারে আয়োজিত রক্তদান শিবিরও পরিদর্শন করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জম্পুইজলা টিএসআর সপ্তম বাহিনীর হেড কোয়ার্টার, টিএসআর সপ্তম বাহিনীর অন্তর্গত বেলবাড়ি এ-কোম্পানি হেড কোয়ার্টার, বৃদ্ধিবাজার সি-কোম্পানি প্ল্যাটুন পোস্ট ও গমনবাজার এফ-কোম্পানি প্ল্যাটুন পোস্ট পরিদর্শন করেছেন। বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগগুলি পরিদর্শনের পাশাপাশি সৈনিক সম্মেলনে জওয়ানদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী মতবিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর ক্যাম্পগুলির বিভিন্ন বিভাগ, থাকার ব্যবস্থা, খাবারের গুণমান, স্যানিটেশন সহ বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন। প্রয়োজনীয় বেশ কিছু বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন টিএসআর বাহিনীর ক্যাম্পগুলি পরিদর্শনকালে টিএসআর বাহিনীর আধিকারিকদের ক্যাম্প হেড কোয়ার্টার, কোম্পানি প্ল্যাটুন পোস্ট সহ বিভিন্ন বিভাগ নিয়মিত পরিদর্শন ও মাঝে মাঝে ক্যাম্পগুলিতে অবস্থান করারও নির্দেশ দেন। এতে টিএসআর জওয়ানদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। সৈনিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর জওয়ানদের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন ও মতবিনিময় করেন। সপ্তম বেতনক্রম, পোশাকে নতুনত্ব সহ রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের জন্য জওয়ানগণ মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ দমন থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বাহিনীর জওয়ানরা দক্ষতা দেখিয়েছেন। নিজেদের কর্মদক্ষতায় রাজ্যের বাইরেও সুনাম কুড়িয়েছে টিএসআর বাহিনীর জওয়ানগণ। সম্প্রতি মহিলারাও এই বাহিনীতে যোগদান করার ক্ষেত্রে ভালো সংখ্যায় আগ্রহী হচ্ছেন। বর্তমানে নিয়োগ ক্ষেত্রে সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে স্বচ্ছ নিয়োগনীতির ফলে যাদের মেধা রয়েছে তারা অনায়াসে চাকরির সুযোগ পাচ্ছেন। মহিলা স্বশক্তিকরণ এবং ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে কাজ করছে রাজ্য সরকার। নিজের কন্যা সন্তানদের প্রতি আরও বেশি যত্নবান হওয়ার জন্য টিএসআর জওয়ানদের প্রতি আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিদর্শনকালে জওয়ানগণ জানান, ক্যাম্প পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রীর মতো ব্যক্তির সফর জওয়ানদের মনোবলকে আরও অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। গতানুগতিক কর্তব্য পালনের পাশাপাশি প্রবাহমান ঘটনাবলী সম্পর্কে টিএসআর জওয়ানদের আরও সজাগ দৃষ্টি রাখার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, একদা সন্ত্রাসবাদ দমনে এই বাহিনী যেমন পারদর্শিতার নজির রেখেছে তেমনি বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনেও কৃতিত্বের ছাপ রাখছে। জওয়ানদের সাথে আলোচনাক্রমে উঠে আসে টিএসআর জওয়ানদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক পরিবারের সন্তান। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষকরা একদিকে যেমন আমাদের অন্নদাতা তেমনি কৃষক পরিবারের সন্তানরা আমাদের নিরাপত্তা প্রদানেও অগ্রণী।
টিএসআর ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশক ভিএস যাদব বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর থেকে প্রমাণিত তিনি জওয়ানদের সমস্যা ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কতটা আন্তরিক। এই সফর জওয়ানদের মনোবলকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এদিন পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইজি টিএসআর সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। টিএসআর ক্যাম্প পরিদর্শনের মাঝেই এদিন মুখ্যমন্ত্রী বৃদ্ধিবাজার পরিদর্শন করেন ও ক্রেতা বিক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন।

টুইটারে দিলীপ ঘোষকে তোপ বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি স)। বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষকে 'জোকার' উল্লেখ করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। শুক্রবার বাবুল টুইটারে লিখলেন, 'উনি আমাকে দলে (বিজেপি) কোণঠাসা করার জন্য বহু অপচেষ্টা করে গিয়েছেন'। বিজেপি-র সাম্প্রতির 'বিদ্রোহে' নতুন মাত্রা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। রাজ্য নেতৃত্বের উপর ক্ষুব্ধদের নিয়ে একাধিক চড়ুইভাতির আয়োজন করেছেন তিনি। সেই প্রসঙ্গেই বৃহস্পতিবার দিলীপবাবু বলেছিলেন, "শান্তনু পিকনিক করছে তো কী হয়েছে! আমিও কাল পিকনিক করেছি। সবাই পিকনিক করছে। পিকনিকে সবাই একত্রিত হয়। পিকনিক ডিপ্লোম্যাসি।" এর পরেই তাঁর সংযোজন ছিল, "ফিশফ্রাই ডিপ্লোম্যাসি শুরু করেন দিদি। বাবুল ফেঁসে গিয়েছিল!"প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে কলকাতায় একটি কর্মসূচির শেষে মমতার গাড়িতে সওয়ার হয়েছিলেন বাবুল। তার পর ভিক্টোরিয়ার সামনে থেমে বাংলার তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ঝালমুড়ি খাইয়েছিলেন বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রী বাবুলকে। তখন অনেক বিতর্ক এবং আলোচনা হয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে। শুক্রবার পর পর তিনটি টুইট করে বাবুল সেই প্রসঙ্গ টেনেছেন। তিনি লিখেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী আমাকে দিয়েছিলেন। সেই মতো আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য চাই। কারণ, তাঁর সাহায্য ছাড়া কখনওই আটকে থাকা জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হত না'। এর পরেই তিনি 'ঝালমুড়ি' প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তৃণমূলের বাবুল লিখেছেন, 'জনতার স্বার্থে আমি বিরোধী দলনেতার সঙ্গে ১০০ ঝালমুড়ি পর্ব করতে রাজি'। এর পরেই তিনি দিলীপবাবুকে 'জোকার' উল্লেখ করে লেখেন, 'উনি আমাকে দলে (বিজেপি) কোণঠাসা করার জন্য বহু অপচেষ্টা করে গিয়েছেন'।

উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হলো রাজ্য ভিত্তিক সেনগ্রাক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ জানুয়ারি।। উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হলো রাজ্য ভিত্তিক সেনগ্রাক উৎসব ২০২২ইং। কিল্লা ব্লকের অন্তর্গত খুপিলং মনিথাং পাড়া শুক্রবার দুপুরবেলা দুইদিন ব্যাপী সেনগ্রাক উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গোমতী জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদস্য শিবসনলিয়ান কাইপেং, জমাতিয়া হদা আক্রা মলিন্দ্রমোহন জমাতিয়া, মুড়াসিং হদা তেইফাং রামগোপাল মুড়া, নোয়াতীয়া হদা আক্রা জন কুমার নোয়াতিয়া, রিয়াং দফা রাই দেবরাম রিয়াং, বিশিষ্ট সমাজসেবী বাগান হরি মলসম, মলসম দফা কাঞ্চিকাউ (ডেপুটি কমিউনিটি চিফ) কয়দিন ভক্ত মলসম। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মলসম দফা রাই (কমিউনিটি চিফ) মদন হরি মলসম। রাজ্য ভিত্তিক সেনগ্রাক উৎসবে অতিথিবর্গ বক্তব্য রাখতে গিয়ে মলসম জনগোষ্ঠী কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেন, তাদের নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতির রয়েছে। এই উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমন্ত্রিত শিল্পীরা তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাছাড়া এই দিন নবনির্মিত সেনগ্রাক মন্দিরের উদ্বোধন করেন এবং ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন গোমতী জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী ও উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। এই উৎসব কে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের উপস্থিতি ও উৎসাহ ছিলো লক্ষণীয়। উদ্যোক্তারা কোভিড বিধি মেনে মাস্ক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উৎসব কে সাফল্য মন্ডিত করে তোলার আহ্বান করেন।

এশিয়ার ধনীতম মুকেশ অম্বানীকে টপকে গেলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ভারত তথা এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তি মুকেশ অম্বানীকে টপকে গেলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি। বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজার বন্ধের পরেই দেশের ধনীতম ব্যক্তি হিসেবে উঠে এসেছেন শিল্পপতি গৌতম আদানি।
সর্ব শেষ হিসাব বলছে আদানির সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৮৯.৫ বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬.৭২ লাখ কোটি টাকা)। সেখানে অম্বানীর ৮৯.৪ বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬.৭১ লাখ কোটি টাকা)। এক ও দুইয়ে রয়েছেন আদানি ও অম্বানী। এর পরে প্রথম পাঁচে রয়েছেন যথাক্রমে শিব নাদার, রাধাকৃষ্ণন দামানি এবং লক্ষ্মী মিত্তল। প্রসঙ্গত, এখন বিশ্বের সর্বাধিক সম্পত্তির মালিক ফ্রান্সিসকো বেটনকোর্ট মেয়ার্স। তাঁর সম্পত্তি ৮২.৯ বিলিয়ন ডলার। তবে তাঁর থেকেও ধনী ভারতের আদানি ও অম্বানী। এই প্রথম নয়, এর আগে ২০২১ সালের নভেম্বরেও এক বার অম্বানীদের টপকে যায় আদানির মোট সম্পদের মূল্য। সেই সময়ের হিসাবে জানা গিয়েছিল, আগের দু'বছরে আদানির সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল প্রায় ১,৮০৮ শতাংশ। সেই জায়গায় অম্বানীর একই সময়ে সম্পদ বাড়ে ২৫০ শতাংশের মতো। গুজরাতকেন্দ্রীক আদানি গ্রুপ মূলত বন্দর সংক্রান্ত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হলেও এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাখা বিস্তার করেছে। চলতি মাসেই আদানি গোষ্ঠী ইস্পাত, পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সুযোগ বাড়াতে দক্ষিণ কোরিয়ার সংস্থা 'পস্কো'র সঙ্গে চুক্তি করেছে। লগ্নি হতে পারে প্রায় ৩৭,৫০০ কোটি টাকা। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেলের উপস্থিতিতে সমঝোতাপত্র সই করে আদানিরা। অন্যদিকে, গুজরাতেই বড় মাপের বিনিয়োগ করতে চলেছে অম্বানীর রিলায়্যান্সও। গুজরাতে মোট ৫.৯৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের জন্য সমঝোতাপত্র সই করেছে রিলায়্যান্স গোষ্ঠী। ১০০ গিগাওয়াটের অপ্রচলিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং হাইড্রোজেন শক্তি উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যবস্থা গড়তে তারা ঢালবে ৫ লক্ষ কোটি টাকা। এ জন্য জমি দেখার কাজ শুরু হবে। এ ছাড়া সৌর বিদ্যুৎ, ব্যাটারি স্টোরেজ-সহ চারটি কারখানা গড়তে লগ্নি হবে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা। বাকি বিনিয়োগ গোষ্ঠীর অন্যান্য ব্যাবসায়।
প্রসঙ্গত, ফোর্বস পত্রিকার 'রিয়েলটাইম ডেটা নেটওয়ার্থ'-এর হিসাব বলছে, বিশ্বের ১১তম ধনীর জায়গাটিও নিয়ে নিয়েছেন আদানি। সম্প্রতি শেয়ার বাজারে পতন হলেও আদানি গ্রুপ খুব একটা ধাক্কা খায়নি। তাতেই এই উত্থান বলে দাবি করা হয়েছে।

ওয়াইন পার্টির জের, এবার বরিসের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চান তাঁরই দলের এমপিরা

লন্ডন, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.):করোনা সংক্রমণ রুখতে দেশে লকডাউনের মধ্যে বাড়িতে বসে ওয়াইন পার্টি করার অস্বস্তি থেকে কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছেন না ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। গতবছরের সেই ঘটনায় চাপ আরও বাড়িয়ে এবার বরিসের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চান তাঁরই দলের এমপিরা।
ব্রিটিশ আইন অনুসারে, শাসকদলের অন্তত ১৫ শতাংশ এমপি যদি তাঁদের দলীয় নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন, তা হলে তা পার্লামেন্টে আলোচনার জন্য গ্রাহ্য হবে। কতজন এমপি আপাতত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা এখনও জানা যায়নি। তবে 'পার্টিগেট' কেলেঙ্কারি যে জনসনের রাজনৈতিক জীবনে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে তা স্পষ্ট। আর দলের অন্দরেই সমর্থন হারালে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর আসন চলে যাতে পারে বলেই আশঙ্কা বিশ্লেষকদের।
প্রসঙ্গত, গতবছরের মে মাসে ব্রিটেনে কোভিড বিধি ভেঙে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে একাধিক পার্টির খবর প্রকাশ্যে আসে। একাধিক ছবিতে দেখা যায় মহামারী আবহে নিজের বাসভবনে দিব্বি ওয়াইন উল্লাসে মেতে উঠেছেন বরিস ও তাঁর অতিথিরা। যেখানে সরকারের তরফে সকলকে বাড়িতে থাকতে ও যে কোনও জমায়েত থেকে দূরে সরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে খোদ প্রধানমন্ত্রী কী করে এমন করতে পারেন প্রশ্ন তোলেন ব্রিটিশ নাগরিকরা। দেশজুড়ে বয়ে যায় প্রবল সমালোচনার ঝড়। কার্যত মুখ পোড়ে শাসকদল কনজারভেটিভ পার্টির। এবার তাঁদেরই বেশ কয়েকজন বরিসের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চান।
উল্লেখ্য, লকডাউন চলাকালীন ব্রিটেনে যাবতীয় নিয়মভঙ্গের বিষয়টি এই মুহূর্তে তদন্তের আওতাভুক্ত। বর্ষীয়ান আমলা স্যু গ্রে এর তদন্ত করছেন। মুখরক্ষা তৎপর হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বরিস আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনাও করেছেন নিজের কীর্তির জন্য। এদিকে, বরিস ক্ষমতাচ্যুত হলে তাঁর বদলে ১০, ডাউনিং স্ট্রিটে কে প্রবেশ করবেন, তা নিয়েও জোর আলোচনা চলছে। খানিকটা প্রথা ভেঙে এবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে পারেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত ঋষি সুনক! তিনি এই মুহূর্তে সেখানকার চ্যান্সেলর। এ নিয়ে আপাতত সরগরম ব্রিটিশ রাজনীতি। হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

ইউক্রেনে হামলা হলে রাশিয়াকে 'ভয়ানক জবাব' দেওয়া হবে, ভলোদমিরকে ফোনে আশ্বাস বাইডেনের

ওয়াশিংটন, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদমির জেলেন্সকির সঙ্গে ফোনে আলোচনা করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি ভলোদমির জেলেন্সকিকেআশ্বাস দিয়েছেন যে ইউক্রেনে হামলা চললে রাশিয়াকে 'ভয়ানক জবাব' দেওয়া হবে। বিগত কয়েকদিন ধরেই ইউক্রেন ও বেলারুশ সীমান্তে সেনার সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে রাশিয়া। ন্যাটো সামরিক জোটে কিয়েভকে যেন কোনওভাবেই জায়গা দেওয়া না হয় সেই দাবি জানিয়েছে মস্কো। পাশাপাশি, পূর্ব ইউরোপার একাধিক ঘাঁটি থেকে ফৌজ সরাতে হবে আমেরিকা ও ন্যাটো জোটকে বলে দাবি করেছে তারা। বিশ্লেষকদের মতে, পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর সম্প্রসারণে উদ্বিগ্ন মস্কো। এবার আমেরিকার নেতৃত্বে ওই সামরিক জোটে ইউক্রেন যোগ দিলে, রাশিয়ার সীমান্তের কাছে এসে পড়বে বিরোধী শিবির। তাই প্রতিরক্ষার কৌশলগত কারণেই ইউক্রেন দখল করে পূর্ব ইউরোপ ও নিজেদের মধ্যে রকটি 'বাফার জোন' তৈরি করতে চাইছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এহেন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন বাইডেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক সংহতি রক্ষায় বদ্ধপরিকর আমেরিকা। রাশিয়া হামলা চালালে 'ভয়ানক জবাব' দেওয়া হবে। বলে রাখা ভাল, ইতিমধ্যে কিয়েভকে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের হাতিয়ার দিয়েছে আমেরিকা। পাশাপাশি, পূর্ব ইউরোপে প্রায় ৫০ হাজার ফৌজ মোতায়েন করতে পারে আমেরিকা বলে সূত্রের খবর। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হুমকির সুরে স্পষ্ট বলেছেন ইউক্রেনে যদি রাশিয়া হামলা চালায় তাহলে 'দুনিয়া বদলে যাবে'। মস্কোর উপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করার ইঙ্গিতও দেন তিনি। বলে রাখা ভাল, ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখল করে রাশিয়া। তারপর মস্কোর উপর একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারি করে ওয়াশিংটন। এবার এক শীর্ষ মার্কিন আধিকারিক জানিয়েছেন, রুশ বাহিনীর হামলায় কিয়েভ বিপন্ন হলে খোদ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে।

গুরুদাসপুরে ভারত-পাক সীমান্তে এনকাউন্টার জখম বিএসএফ জওয়ান, মিলল হেরোইন

গুরুদাসপুর, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাদকের চোরাকারবারী রুখে দিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে, দুঃসংবাদ হল-পাকিস্তানি মাদক কারবারীদের সঙ্গে এনকাউন্টারে জখম হয়েছেন একজন বিএসএফ জওয়ান। পরে এনকাউন্টারস্থল থেকে মিলেছে ৪৭ কেজি হেরোইন, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। গুরুদাসপুর জেলার চান্দু ওয়াদালা পোস্টের ঘটনা।
বিএসএফ-এর ডিআইজি জানিয়েছেন, 'শুক্রবার সকাল ৫.১৫ মিনিট নাগাদ সীমান্তের কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে প্রহরারত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর, পাক চোরাকারবারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালান বিএসএফ জওয়ানরা। পাক চোরাকারবারীরাও পাল্টা গুলি চালায়। জখম হয়েছেন একজন বিএসএফ জওয়ান, তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন।
বিএসএফ আরও জানিয়েছেন, এনকাউন্টারের পর চোরাকারবারীরা পালিয়ে যায়, উদ্ধার হয়েছে ৪৭ কেজি হেরোইন, দু''টি পিস্তল, তাজা গুলি। গুরুদাসপুরের পুলিশ সুপার নানক সিং জানিয়েছেন, ভারত-পাক সীমানায় বিএসএফ-এর সঙ্গে মাদক কারবারীদের এনকাউন্টারে পর হেরোইন, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে।

তিন লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার হাইলাকান্দিতে, গ্রেফতার মহিলা সহ অটো চালক

পাঁচগ্রাম (অসম), ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার উত্তরে শিলচর-করিমগঞ্জ জাতীয় সড়ক সংলগ্ন পাঁচগ্রামের পাশে ঠাণ্ডাপুরে অভিযান চালিয়ে প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার বিপুল পরিমাণের গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ।
প্রতিদিনের মতো দলবল নিয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বৃহৎ পরিমাণের গাঁজা উদ্ধার করেন পাঁচগ্রাম থানার ওসি বিধান দাস ও আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা। গতকাল বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এএস ১১ ডিসি ৯৩৯৮ নম্বরের একটি অটো রিকশা থেকে গাঁজাগুলি উদ্ধার করা হয়। নিষিদ্ধ নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে আটক করা হয়েছে অটো-চালক মনোজকান্তি অধিকারি এবং শেফালী গুপ্তা নামের এক মহিলাকে। খবর পেয়ে হাইলাকান্দি থেকে পাঁচগ্রামের ঠাণ্ডাপুরে ছুটে আসেন ডিএসপি (সদর) সুরজিৎ চৌধুরী। পুলিশ গাঁজা সহ দুজনকে আটক করে পাঁচগ্রাম থানায় নিয়ে আসে। থানার ওসি বিধান দাস জানিয়েছেন, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে শিলচর-করিমগঞ্জ জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে অটো রিকশা থেকে গাঁজাগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। দুজনকে আটক করাহলেও অপর একজন পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজাগুলি ১৭টি ছোট ছোট কার্টুনে রাখা ছিল। ওজন প্রায় ২০ কেজি। এসবের বাজার মূল্য তিল লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন ওসি বিধান দাস। গাঁজাগুলি কার্টুনে ভর্তি করে ব্যাগের ভেতর গোছানো ছিল।ওসি জানিয়েছেন, গোটা বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। পলাতক ব্যক্তি অবৈধ গাঁজা পাচারে জড়িত কিনা এ নিয়েও তদন্ত চলছে।

লালা লাজপত রায় মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করেছিলেন : জেপি নাড্ডা

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : লালা লাজপত রায়কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। শুক্রবার তিনি টুইটারে লেখেন, "মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা লাজপত রায় তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। "পাঞ্জাব কেশরী" লালা লাজপত রায়কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।"প্রসঙ্গত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লালা লাজপত রায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও তিনি আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। লাল - লালা লাজপত রায়,বাল - বাল গঙ্গাধর তিলক এবং পাল - বিপিন চন্দ্র পাল, এঁরা তিনজনই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের নেতা ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দক্ষিণ করিমগঞ্জের কেউটকোণা গ্রাম পঞ্চায়েতের কো-অর্ডিনেটর ও ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, জেলাশাসককে স্মারকপত্র

নিলামবাজার (অসম), ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৃষক নিধি সম্মান, এমজিএনআরইজিএস থেকে শুরু করে যে কোনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে হলে উৎকোচ দিতে হয়। অর্থ না দিলে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের ভাগ্যে জুটে না কোনও সরকারি সুযোগ-সুবিধা। এমনই অভিযোগ উঠেছে দক্ষিণ করিমগঞ্জ খণ্ড উন্নয়ন কার্যালয়ের অন্তর্গত কেউটকোণা গ্রাম পঞ্চায়েতের কো-অর্ডিনেটর সুনীল মালাকার ও ইঞ্জিনিয়ার রুবেল আহমদের বিরুদ্ধে। এমন-কি জবকার্ডের কাজ পেতেও গরিবদের দিতে হয় উৎকোচ। কেউটকোণা গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এ সংগঠিত বিভিন্ন দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেছে বরাক এনজিও। উত্থাপিত সব অভিযোগের সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়ে জেলাশাসক মৃদুল কুমার যাদবের দ্বারস্থ হয়েছেন বরাক এনজিওর সভাপতি মানই মিয়াঁ। এ সম্পর্কে একটি স্মারকপত্রও জেলাশাসকের হাতে তুলে দেন তিনি। কেউটকোণা জিপির পাহাড়সমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিহীত ব্যবসা গ্রহণের দাবি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কমিশনারের দ্বারস্থ হওয়ারও হুমকি দিয়েছেন বরাক এনজিওর সভাপতি মানই মিয়াঁ। শুক্রবার নিলামবাজারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলার অন্যতম বেসরকারি সামাজিক সংস্থা বরাক অর্গানাইজেশন এনজিওর কর্মকর্তাগণ। জেলাশাসককে প্রদত্ত স্মারকপত্রের প্রতিলিপি সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরে মানই মিয়াঁ বলেন, কেউটকোণা জিপিতে পাহাড়সমান দুর্নীতির তদন্তের দাবি জানিয়ে জেলাশাসক মৃদুল কুমার যাদবের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেছেন। স্মারকপত্রে এনজিও কর্মকর্তারা ছাড়াও স্বাক্ষর করেছেন এলাকার একাধিক সামাজিক সংসা ও আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর কর্মীরা। আগামী দিন-কয়েকের মধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও পঞ্চায়েত কমিশনারের দ্বারস্থ হয়ে কেউটকোণা জিপি সহ করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে সংগঠিত সকল দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরবেন বলেও জানিয়েছেন মানই। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পাখি মিয়াঁ তাপাদার, মুজিবুর রহমান, আব্দুল কুদ্দুস, পুতুল বিশ্বাস, কুটিসুনাই মিয়াঁ, রাহেনা বেগম, হাসিব আলি, সুশান্ত বিশ্বাস, আয়ফুল বেগম, জাহিদুল আহমদ প্রমুখ।

লালা লাজপত রায়ের নিষ্ঠার কাহিনী দেশবাসীর কাছে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে : মোদী

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : লালা লাজপত রায়ের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার তিনি টুইটারে লেখেন, "পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়ের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। স্বাধীনতা আন্দোলনে তার সাহসিকতা, সংগ্রাম ও নিষ্ঠার কাহিনী দেশবাসীর কাছে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" প্রসঙ্গত, লালা লাজপত রায় (২৮ জানুয়ারি ১৮৬৫-১৭ নভেম্বর ১৯২৮) ব্রিটিশের প্রহারে গুরুতরভাবে আহত হয়ে মারা যান। আহত অবস্থায় তিনি বলেছিলেন, "আমার শরীরে করা ব্রিটিশের প্রহার, ব্রিটিশের ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠবে"।

বালুচিস্তানে ফের হামলা বিদ্রোহীদের, বিস্ফোরণ ও গুলিতে নিহত ১০ পাক সেনা

বালুচিস্তান, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): বিদ্রোহীদের হামলায় ফের রক্তাক্ত হল পাকিস্তানের বালুচিস্তান। গত বুধবার দক্ষিণ-পশ্চিম বালুচিস্তানের কেচ জেলায় একটি সড়কে পাক সেনার চেকপোস্টে হামলা চালায় বালুচ বিদ্রোহীরা। গুলির লড়াই এবং বিস্ফোরণে ১০ পাক সেনার মৃত্যু হয়। হামলার পরে এলাকা জুড়ে অভিযান চালিয়ে ৩ জন বালুচ বিদ্রোহীকে আটক করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও বালুচ গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি। নিহত সেনারা পাকিস্তানের 'ফ্রন্টিয়ার কোর' বাহিনীর সদস্য। তাঁরা ওই এলাকায় 'চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর' (সিপিইসি) এবং তেলের পাইপলাইনের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। প্রসঙ্গত, ১৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সিপিইসি-র উপর সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়েছে 'বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি' (বিএলএ), 'বালুচ ন্যাশনালিস্ট আর্মি' (বিএনএ)-র মতো স্বাধীনতাপন্থী বালুচ গোষ্ঠীগুলি।

মহারাষ্ট্রে আগুনে ভস্মীভূত ফার্ণিচারের গোডাউন, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কা

থানে, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ভিওয়ান্ডিতে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি ফার্ণিচারের গোডাউন। শুক্রবার ভোররাত ১.৪০ মিনিট নাগাদ ভিওয়ান্ডি তালুকার অন্তর্গত কাশেলির সুমারাস চামুন্ডা কমপ্লেক্সে অবস্থিত ওই ফার্ণিচার গোডাউনে আগুন লাগে। ফার্ণিচার গোডাউনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্ন আরও তিনটি গোডাউনে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৪টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে, ফার্ণিচার গোডাউনটি পুড়ে যাওয়া প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভিওয়ান্ডি দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার ভোররাত ১.৪০ মিনিট নাগাদ সুমারাস চামুন্ডা কমপ্লেক্সে অবস্থিত একটি ফার্ণিচার গোডাউনে আগুন লাগে। প্রথমে আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের দু''টি ইঞ্জিন, কিন্তু আগুনের ভয়াবহ রূপ দেখে ডাকা হয় দমকলের আরও ইঞ্জিন। তারপর আগুন নেভাতে আসে আরও দু''টি ইঞ্জিন। দমকলের ৪টি ইঞ্জিন ও দমকল কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

নতুন বাবা-মায়ের জন্য আর্থিক প্রস্তুতি

হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করলেও সংসারের হিসাব-নিকাশ কিন্তু আলাদা।
যেমন হয়েছে আব্দুল আওয়ালের ক্ষেত্রে। তিনি ৩৬ বছর বয়সে প্রথম বাবা হয়েছেন। এখন তার সন্তানের বয়স পাঁচ বছর। রাজশাহী থেকে রাজধানীতে এসে থিতু হন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেই।
তারপর থেকে জীবনের প্রায় সবটাই কাটিয়েছেন এই শহরেই। পেশায় তিনি হিসাবরক্ষক, অর্থ ব্যবস্থাপনাই তার জীবিকার ভিত্তি। তবুও প্রথম সন্তানের বাবা হওয়ার পর ওই অর্থ ব্যবস্থাপনা নিয়েই খেই হারানো অবস্থা হয় আব্দুল আওয়ালের।
আওয়াল বলেন, "পরিবারে নতুন সদস্য সবার জন্যই আনন্দের জোয়ার বয়ে আনে। তবে সঙ্গে আসে অনেকগুলো নতুন খরচ খাত। যার জন্য প্রস্তুত থাকা হয়ত কখনই সম্ভব নয়।"
করোনাভাইরাস মহামারীর প্রকোপ শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর নয় আর্থিক অবস্থার ওপরেও পড়েছে। গত দুই বছরে উপার্জনের নানান চড়াই উৎরাই পার হয়েছেন আব্দুল আওয়াল।
তিনি বলেন, "মহামারির আগে যতটুকু উপার্জন ছিল, আজও উপার্জন তার তুলনায় কিছুটা কমই। তারপরও জীবন থেমে নেই। সংসার চালানোর পাশাপাশি নিজেদের অবসর আর ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তাও থেমে থাকবে না। সঙ্গে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে আমার সন্তান জীবনে যে পথেই পা বাড়াক না কেনো, আর্থিক দিক থেকে তাকে যেনো সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে পারি।"
তিনি আরও বলেন, "এখন চিন্তা হয় নিজেদের অবসরের সঞ্চয় পরিকল্পনাটা হয়ত কিছুটা পিছিয়ে পড়বে। প্রয়োজনীয় খরচ কিংবা বেড়াতে যাওয়ার মতো বিনোদনভিত্তিক খরচগুলো সঞ্চিত অর্থের ওপর ভাগ বসাতে পারে। আবার ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিতে গিয়ে বর্তমানকে উপভোগ করতে যেন ভুলে না যাই, এই বিষয়টা নিয়েও দ্বন্দ্বে ভুগি অনেক সময়।"
যুক্তরাষ্ট্রের 'ফাইন্যান্সিয়াল এডুকেশন'-বিষয়ক সংস্থা 'দ্য ব্রোকব্ল্যাকগার্ল ডটকম'য়ের প্রতিষ্ঠাতা দাশা কেনেডি বলেন, "নতুন বাবা-মায়ের অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য আদর্শ নীতি হতে পারে 'জিরো-বেইজড বাজেটিং'। ধরা যাক, আপনি মাসের সকল খরচের হিসাব করলেন। এবার পরিবারের সকল উপার্জনের হিসাব করলেন। সকল উপার্জন একত্রিক মাসিক খরচগুলোর জন্য অর্থ আলাদা করার পর দেখা গেল আপনার হাতে দুই হাজার টাকা আছে বাড়তি। এই বাড়তি টাকাটা আপনি কী করবেন সেটাই হবে 'জিরো-বেজড বাজেটিং'য়ের প্রশ্ন।"
দি রিয়েল সিম্পল ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো না কোনো কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রশ্ন আসতেই থাকবে। এই বাড়তি অর্থ আপনি সঞ্চয় করতে পারেন, সন্তানের লেখাপড়ার জন্য সরিয়ে রাখতে পারেন, ঋণ থাকলে সেগুলো আগেই শোধ করায় ব্যবহার করতে পারেন, এমন অনেক কিছু থাকতে পারে। এভাবে আপনার সকল অর্থের একটা নির্দিষ্ট খরচের উদ্দেশ্য থাকবে।"
কেনেডি আরও বলেন, "বেশিরভাগ বাবা-মা খরচকে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সাজানোর ক্ষেত্রে সন্তানের শিক্ষার ওপর বেশি প্রাধান্য দেন। তবে সন্তানের শিক্ষা খাতে যে খরচটা হয়ত এক বছর পরে হবে তার জন্য সঞ্চয় করতে গিয়ে যে খরচটা আপনাকে এক মাস পরেই করতে হবে সেখানে ঘাটতি রাখলে হিসাব কখনই মিলবে না।"
যারা সন্তান নেওয়ার কথা ভাবছেন তাদের পরিকল্পনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে ঋণের বোঝা আয়ত্বে আনা এবং খরচের লাগাম টানা।
কেনেডি বলেন, "সন্তান নেওয়ার কথা যখন ভাববেন তখন নিজের খরচের যে পরিকল্পনাগুলো করেছিলেন তার সবই ওলটপালট হয়ে যাবে। আপনার প্রয়োজনীয়তাগুলোও বদলাবে।"
সন্তানের জন্য খরচ করেই বাবা-মা হিসেবে আর্থিক দায়িত্ব শেষ হয় না। তাদেরকেও অর্থ ব্যবস্থাপনার শিক্ষা দিতে হবে।
কেনেডি বলেন, "সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার উপার্জন না থাকলেও পরিবারের আর্থিক পরিকল্পনাগুলোতে তাকে সঙ্গে রাখা উচিত। এতে আপনার সন্তান নিজের প্রয়োজনের আগে পরিবারের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে শিখবে আপনার কাছ থেকেই।"
"মৌখিক শিক্ষা দিতেই পারেন। তবে শেষ পর্যন্ত যখন সন্তানের কাঁধে অর্থ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পড়বে তখন সে আপনার দেওয়া মৌখিক শিক্ষা অনুযায়ী নয়, আপনি পরিবারের জন্য যেভাবে অর্থ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন সেই পদাঙ্কই অনুসরণ করবে। অর্থাৎ সন্তানকে আর্থিক দিক থেকে দায়িত্বশীল করতে হলে বাবা-মা'কে দায়িত্বশীল হতে হবে।"

কোভিড জয়ের পথ দেখাবে কৃত্রিম মেধা !

কোভিড আক্রান্ত হয়ে কেউ যদি হাসপাতালে ভর্তি হন, তাঁর কোন স্তরের চিকিতা প্রয়োজন তা বলে দেবে রক্তের নমুনাই। জানা যাবে, সাধারণ চিকিতায় কাজ হবে না কি দিতে হবে "ক্রিটিক্যাল কেয়ার"! এমনকি আক্রান্ত হাসপাতাল থেকে কোভিডজয়ী হয়ে ঘরে ফিরতে পারবেন না কি তাঁর প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা রয়েছে, সেই ভবিষ্যদ্বাণীও করা সম্ভব।
এমনটাই দাবি জার্মানির এক গবেষক দলের।
"আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স" বা কৃত্রিম মেধার সাহায্য নিয়ে এমন এক বিস্ময়কর যন্ত্রের আবিষ্কারের কথা জানিয়েছেন ওই গবেষকেরা। যন্ত্রটি রক্তে প্রোটিনের স্তর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মাপতে সক্ষম। এর থেকেই বলা যাবে, আক্রান্তের বাঁচার আশা কতটা।
গবেষকদের দাবি, এই পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজ আরও সহজ হবে। চিকিতা শুরু করার আগে এই রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিলে চিকিতা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে। কারণ কৃত্রিম মেধার সাহায্যে তৈরি এই যন্ত্রটি আক্রান্তের রক্তের নমুনার ১৪টি স্তর পরীক্ষা করে চূড়ান্ত ফলাফল দেবে। যার ভিত্তিতে দ্রুত সেই চিকিতা পদ্ধতির উপরেই জোর দেওয়া যাবে যা সংশ্লিষ্ট আক্রান্তের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। জার্মানির চ্যারিটি ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের ৫০ জন করোনা আক্রান্তের উপর এই পরীক্ষা চালানো হয়। সেখান থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে যন্ত্রটির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা। গবেষকেরা জানান, প্রাথমিক ভাবে যে ২৪ জন আক্রান্তের উপর পরীক্ষা চালানো হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ১৯ জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে যান। কিন্তু মৃত্যু হয় পাঁচ জনের। উল্লেখ্য, এই পাঁচ জনের যে প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা রয়েছে তা ওই যন্ত্রটির কৃত্রিম মেধার সাহায্যে আগেই নির্ণয় করা গিয়েছিল।
আফ্রিকা। প্রথম এই মহাদেশেই দেখা দিয়েছিল ওমিক্রন। করোনার এই নয়া ভেরিয়েন্টের সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের জেরে চতুর্থ ঢেউ আছড়ে পড়েছিল আফ্রিকায়। তবে বর্তমানে সেখানে সংক্রমণের হার দ্রুতগতিতে নিম্নগামী বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। প্রায় ৫৬ দিনের ধরে চলা এই চতুর্থ ঢেউ এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে "ছোট" বলে জানিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র আঞ্চলিক দফতরের তরফে জানানো হয়েছে যে, নতুন করে সংক্রমণের হার প্রায় ২০ু কমে গিয়েছে। মৃত্যু কমেছে আট শতাংশ।
সম্প্রতি সংক্রমণের গতি বাড়তে থাকায় কড়া হাতে তা মোকাবিলায় নেমেছিল চিন। বেশ কয়েকটি জায়গায় জারি করা হয় কড়া লকডাউন। যার বেশ প্রভাব পড়েছে দেশের বাণিজ্যের উপরেও। তবে এর সুফল দেখা গেল শুক্রবার চিনের প্রকাশিত রিপোর্টে। সেখানে দেখা গিয়েছে, গত দু"মাসের তুলনায় সংক্রমিতের সংখ্যা সবচেয়ে কম দেশে। এই নিয়ে টানা চারদিন সংক্রমিতের সংখ্যা লাগাতার
নিম্নমুখী চিনে।
অন্য দিকে, ওমিক্রন আতঙ্কের মাঝেও ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার বিপক্ষে সওয়াল করতে দেখা গেল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে (হু)। এক বিবৃতিতে সম্প্রতি হু জানিয়েছে, ""ওমিক্রন ছড়িয়ে পড়া রুখতে দেশে দেশে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যদিও এর কার্যকারিতা প্রমাণ করা যায়নি। ঝুঁকির মূল্যায়নের ভিত্তিতেই ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা দরকার। না হলে শুধু শুধু যাত্রীদের উপর আর্থিক বোঝা চাপবে যা কখনই কাঙ্খিত নয়।

সুস্থ থাকতে ভাত খাবেন যে কারণে ! জেনেনিন বিস্তারিত

ভাতের সঙ্গে তাই বাঙালির খাদ্যাভ্যাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেকোনো খাবারের মধ্যে ভাত না থাকলে বাঙালির চলেই না। ভেতো বাঙালির যতই ওজন কমাতে ডায়েট করুক না কেন ভাতের জন্য মন আকুপাকু করতেই থাকে।
তবে ভাত খেলেই যে ওজন বাড়ে এই ধারণা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। বরং শরীর সুস্থ রেখে ওজন কমাতেও সহায়তা করে।
শহুরে মানুষ ভাত খাওয়া ছেড়ে দিলেও এখনো গ্রামাঞ্চলে তিন বেলাই ভাত খাওয়ার চল। ভাত কার্বোহাইড্রেটের উত হলেও এতে চার থেকে পাঁচ গ্রাম প্রোটিন থাকে কিন্তু কোনো ফ্যাট নেই। সুতরাং ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই একেবারেই। ভাত ভিটামিন বি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উত। একটি হাইপোলোর্জিক খাবার এবং অনেকের জন্য বিষয়টি আশীর্বাদ। আবার যাদের ভাত পছন্দ না তারা সহজেই আটা, নুডলস,রংটি খেতে পারেন। এগুলো ভাতের বিকল্প।
শক্তি সরবরাহের উত
ভাত যেহেতু কার্বোহাইড্রেটের উত তাই একে শক্তিঘরও বলা হয়। ভাত খেলে শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি আসে।
হার্ট সুস্থ থাকবে
আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে, ভাত রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি আরও কমিয়ে দেয়। আপনি যদি আপনার আদর্শ খাবার হিসেবে ভাত বেছে নেন তাহলে আপনার হার্ট ভালো থাকবে। সহজে হজম হয় ভাত

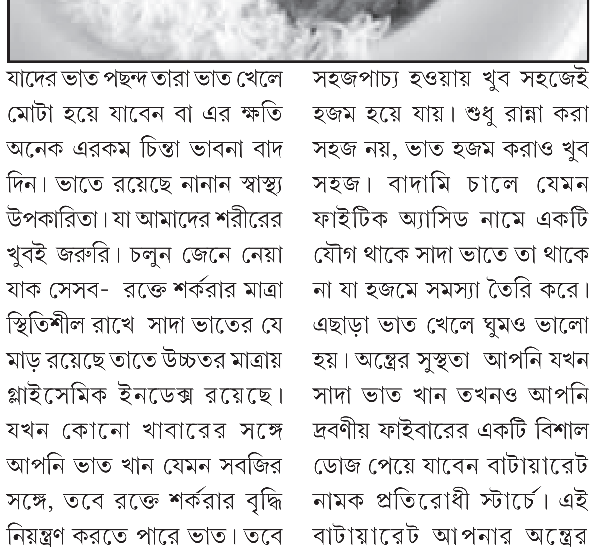

যাদের ভাত পছন্দ তারা ভাত খেলে মোটা হয়ে যাবেন বা এর ক্ষতি অনেক এরকম চিন্তা ভাবনা বাদ দিন। ভাতে রয়েছে নানান স্বাস্থ্য উপকারিতা। যা আমাদের শরীরের খুবই জরুরি। চলুন জেনে নেয়া যাক সেসব- রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখে সাদা ভাতের যে মাড় রয়েছে তাতে উচ্চতর মাত্রায় গ্লাইসেমিক ইনডেক্স রয়েছে। যখন কোনো খাবারের সঙ্গে আপনি ভাত খান যেমন সবজির সঙ্গে, তবে রক্তে শর্করার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ভাত। তবে আপনার যদি ডায়াবেটিস থাকে তবে আগে চিকিৎকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন।
গ্লুটন ফ্রি আঠালো-মুক্ত ভাত সহজপাচ্য হওয়ায় খুব সহজেই হজম হয়ে যায়। শুধু রান্না করা সহজ নয়, ভাত হজম করাও খুব সহজ। বাদামি চালে যেমন ফাইটিক অ্যাসিড নামে একটি যৌগ থাকে সাদা ভাতে তা থাকে না যা হজমে সমস্যা তৈরি করে। এছাড়া ভাত খেলে ঘুমও ভালো হয়। অন্ত্রের সুস্থতা আপনি যখন সাদা ভাত খান তখনও আপনি দ্রবণীয় ফাইবারের একটি বিশাল ডোজ পেয়ে যাবেন বাটায়ারেট নামক প্রতিরোধী স্টার্চে। এই বাটায়ারেট আপনার অন্ত্রের স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখে। এজন্য ডায়রিয়া হলে বেশিরভাগ সময় সিদ্ধ চাল খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।

এক কাপ কফিও বিক্রি হয়নি মিঠুন চক্রবর্তীর রেস্তোরাঁয় !

মুম্বই: এই মুহূর্তে এক রিয়েলিটি শোয়ের বিচারকের পদে দেখা যাচ্ছে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে সেখানেই মুখ খুললেন করোনা পরিস্থিতিতে তাঁর রেস্তোরাঁ ব্যবসায় কতটা প্রভাব পড়েছিল সে সম্পর্কে। সম্প্রতি এক সাক্ষাতারে জানালেন অতিমারি পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের মানুষের মতো তাঁর জীবনেও কী প্রভাব পড়েছিল।
গত দুটো বছর ধরে চলছে করোনা পরিস্থিতি। সারা বিশ্বের মানুষ এই মারণ ভাইরাসের প্রকোপে বিধবস্ত। গত দুটো বছরে বহু মানুষ এই মারণ ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন। এখনও গোটা পৃথিবী থেকে এর প্রভাব যায়নি। বর্তমানে দেশজুড়ে করোনার তৃতীয় ঢেউ চলছে। প্রতিদিন বহু মানুষ সংক্রমিত হচ্ছেন। তার সঙ্গে বিভিন্ন পেশার মানুষের নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। অতিমারির কারণে কাজ হারিয়েছেন বহু মানুষ। ধনী থেকে দরিদ্র, প্রতিটা মানুষের জীবনে করোনার প্রভাব পড়েছে মারাত্মকভাবে। সম্প্রতি এক সাক্ষাতারে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী জানালেন, করোনাভাইরাস তাঁর জীবনে কিংবা তাঁর ব্যবসায় কী প্রভাব ফেলেছে।
এক সাক্ষাতারে মিঠুন চক্রবর্তী জানালেন, করোনা অতিমারির মধ্যে তাঁর রেস্তোরাঁয় এক কাপ কফিও বিক্রি হয়নি। বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁ চালান অভিনেতা। বললেন, "করোনাভাইরাস (সমস্ত কিছুটাকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে রেখেছে এখনও। ওই বিষয়ে যত কম কথা বলা যায়, তত ভালো।"
৭১ বছর বয়সী অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী জানালেন, অতিমারি পরিস্থিতিতে তাঁর প্রথম লক্ষ্যই ছিল কীভাবে সংসার চালাবেন, সেদিকে নজর দেওয়া। কারণ পরিবারে তিনিই একমাত্র রোজগেরে সদস্য। তিনি জানান, যখন পরিস্থিতি খুবই খারাপ দিকে গিয়েছে, তখন তিনি রেস্তোরাঁর কর্মীদের বলেছিলেন, রেস্তোরাঁ থেকে যা রোজগার হচ্ছে, তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে। কিন্তু সেই সময়ে ব্যবসায় এতটাই ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে, তা তিনি আন্দাজও করতে পারেননি।
প্রসঙ্গত, যে রিয়েলিটি শোয়ের বিচারকের আসনে রয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী, সেখানে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কর্ণ জোহর এবং পরিণীতি চোপড়াও। এক প্রতিযোগীর নাচ দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অভিনেতা। নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য এবং টাকা রোজগারের জন্য জীবনের শুরুর দিনগুলোয় তিনি যেভাবে পরিশ্রম করেছিলেন, আবেগপ্রবণ হয়ে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন দর্শকদের সঙ্গে।

ধনেপাতা যারা খেতে পারবেন না, এবং এর ক্ষতিকর দিক

শীত এলেই ধনেপাতা খাওয়ার একেবারে ধুম পড়ে যায়। যদিও সারাবছরই এটি এখন পাওয়া যায়। তবে শীতের সময়টাতে দামে সস্তা এবং দেশিয় ধনেপাতা হওয়ায় একটু বেশি খান সবাই। বাঙালি রান্নায় কিংবা ভর্তা সবকিছুতেই চাই একটু ধনেপাতার ছোঁয়া।
বহুল ব্যবহৃত সুস্বাদু ও সুপরিচিত এই পাতাটির রয়েছে অনেক ঔষধি গুণাগুণ।
তবে মারাত্মক বেশ কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে এর। যেগুলো একজন সুস্থ সবল মানুষকে মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। চলুন জেনে নেয়া যাক কারা খেতে পারবেন না ধনেপাতা এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলো-
যারা লিভারের সমস্যায় ভুগছেন তাদের ধনে পাতা না খাওয়াই ভালো। অতিরিক্ত ধনেপাতা খেলে এটি লিভারের কার্যক্ষমতাকে খারাপভাবে প্রভাবিত করে। এতে থাকা এক ধরনের উদ্ভিজ তেল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আক্রান্ত করে ফেলে। এছাড়া ধনেপাতাতে এক ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা সাধারণত লিভারের বিভিন্ন সমস্যা দূর করে। কিন্তু দেহের মধ্যে এর অতিরিক্ত মাত্রার উপস্থিতি লিভারের ক্ষতিসাধন করে।
অতিরিক্ত ধনেপাতা খাওয়ার ফলে হৃতিন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি নিম্ন রক্তচাপ সৃষ্টি করে। চিকিতকরা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ধনেপাতা খাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে অতিরিক্ত খেলে সেটা নিম্ন রক্তচাপের সৃষ্টি করে। এছাড়া ধনেপাতা মাথাব্যথারও কারণ হতে পারে।
স্বাভাবিকভাবে ধনেপাতা গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল বিষয়ক সমস্যা দূর করে থাকে। কিন্তু বেশি পরিমাণে ধনেপাতা খেলে পাকস্থলীর হজমক্রিয়ায় সমস্যা তৈরি করে। এক গবেষণা বলছে, সপ্তাহে ২০০ গ্রামের বেশি ধনেপাতা খেলে তা গ্যাসের ব্যথা, পেট ব্যথা, পেট ফোলা, বমি হওয়া এমনকি ডায়রিয়ার কারণ হতে পারে।
গ্ন শ্বাসকষ্ট বাড়িয়ে দিতে পারে ধনেপাতা। যাদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে তাদের ধনেপাতা খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছেন চিকিৎকরা। কেননা এটি শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা করে। যার ফলে ফুসফুসে অ্যাজমার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। শ্বাসকষ্টের রোগীরা ধনেপাতা খেলে ছোট ছোট নিঃশ্বাস নিতেও সমস্যা তৈরি হয়।
অতিরিক্ত ধনেপাতা খেলে বুকে ব্যথার মত জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে। এটা শুধুমাত্র অস্বস্তিকর ব্যথাই সৃষ্টি করে না, বরং তা দীর্ঘস্থায়ীও করে। এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে দৈনন্দিন আহারে কম পরিমাণে ধনেপাতা খেতে পারেন।
সবুজ ধনেপাতাতে মোটামুটিভাবে কিছু ঔষধি অ্যাসিডিক উপাদান থাকে, যেটি ত্বককে সূর্যরশ্মি থেকে বাঁচিয়ে সংবেদনশীল করে থাকে। কিন্তু অতিরিক্ত সেবনে সূর্যের রশ্মি একেবারেই ত্বকের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে ত্বক ভিটামিন "কে" থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া ধনেপাতা ত্বকে ক্যান্সারও তৈরি করে থাকে।
ধনেপাতার প্রোটিন উপাদানটি শরীরে আইজিই নামক অ্যান্টিবডি তৈরি করে, যা শরীরের বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানকে সমানভাবে বহন করে থাকে। কিন্তু এর অতিরিক্ত মাত্রা উপাদানগুলোর ভারসাম্য নষ্ট করে। ফলে অ্যালার্জি তৈরি হয়। এই অ্যালার্জির ফলে দেহে চুলকানি, ফুলে যাওয়া, জ্বালাপোড়া করা, র্যাশ ওঠা ইত্যাদি সমস্যা তৈরি হয়।
অতিরিক্ত ধনেপাতা খাওয়ার আর একটি ক্ষতিকর দিক হল মুখে ব্যথা হওয়া। ধনেপাতায় বিভিন্ন এসিডিক উপাদান রয়েছে, যা ত্বককে সংবেদনশীল করে থাকে। পাশাপাশি এটি মুখে প্রদাহেরও সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ঠোঁট, মাড়ি এবং গলা ব্যথা হওয়া। সারা মুখ লালও হয়ে যেতে পারে।
নারীদের গর্ভকালীন সময়ে অতিরিক্ত ধনেপাতা খাওয়া ভ্রূণের বা বাচ্চার শরীরের জন্য বেশ ক্ষতিকর। ধনেপাতাতে থাকা কিছু উপাদান নারীদের প্রজনন গ্রন্থির কার্যক্ষমতাকে নষ্ট করে ফেলে। যার ফলে নারীদের বাচ্চাধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। বাচ্চাধারণ করলেও গর্ভকালীন ভ্রূণের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

সৌন্দর্য বজায় রাখতে ডুব দিন লাক্সারি স্নানে ! ছুটির দিনে বাড়িতেই রিল্যাক্স করুন

দেরী করে ঘুম থেকে ওঠা, ভাল ভাল খাবার খাওয়া বিশ্রাম নেওয়া, রিল্যাক্স করে বই পড়া, নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করা, এগুলি একটু ছুটির দিনেই সম্ভব। সারা সপ্তাহের কাজের চাপের থেকে দূরে থাকতে রবিবার ছুটির দিনে নিজের মত থাকতে পারাটাও এখন চ্যালেঞ্জের। সপ্তাহ শেষে নিজের জন্য আলাদা করে সময় দিতে বিলাসবহুল স্নানই যথেষ্ট। অনেকে পার্লারের গিয়ে বডি স্পা করিয়ে আসেন। তবে তার থেকে অলিভ ওয়েল বা তিলের তেল বা বাদাম তেল দিয়ে ভালভাবে মাসাজ করুন। হাত, পা , কনুই হাঁটুতে তেল মেখে ডুবে যান লাক্সারি স্নানে।
লাক্সারি স্নান লাক্সারি স্নান শুধু নামী-দামিহোটেলেই সুযোগ মেলে তা নয়। বাড়িতেই বাথ টাবের মধ্যে রাখতে পারেন লাক্সারি বাথের সব সরঞ্জাম। কোমল, মসৃণ ও সুগন্ধিতে ভরপুর স্নানের মাধ্যমে শরীর ও মনকে ভিজিয়ে দিতে এর থেকে আর অন্য কিছু ভাবা যায় না। তবে আপনার জন্য কোনটি উপযুক্ত লাক্সারি বাথ, সেগুলি দেখে নিন.
মধু দিয়ে স্নান- এক বালতি স্নানের জলের মধে ২টেবিল স্পুন মধু যোগ করুন। এবার সেটি ভাল করে দ্রবীভূত করিয়ে নিন। এরপর স্নান করুন। তাতে ত্বক নরম ও আর্দ থাকে

অনেক বেশি। ভিনিগার- স্নানের জলে ২ টেবিল চামচ ভিনিগার যোগ করুন। এতে চুলকানির উপশম করতে সাহায্য করে। ইও ডি কোলোন- জলে কয়েক ফেঁটা কোলোন যোগ করলে শীত শীত ভাব কেটে যায়। শরীরে সুগন্ধিতে ভরে যায়।
রোজ অয়েল- এক বালতি স্নানের জলে ২-৩ ফেঁটা গোলাপের এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিন। সুগন্ধি ত বটেই এই স্নানের পর মন শান্ত হয়ে যায়। চন্দনের তেল- জলের মধ্যে চন্দনের প্রয়োজনীয় তেল মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ২-৩ ফেঁটাই যথেষ্ট। স্নায়ুকে শান্ত করার জন্য এই স্নান দারুণ ভাল। এছাড়া সুগন্ধি তো আছেই।
বাদাম তেল- শুষ্ক ত্বক থেকে মুক্তি পেতে স্নানের জলে এক টেবিল চামচ বাদাম তেল যোগ করতে পারেন। স্নানের পর বডি লোশন- স্নানের পর অবশ্যই এক টেবিল চামচ গ্লিসারিনের সঙ্গে ১০০ মিলি গোলাপ জল মিশিয়ে নিতে পারেন। এই মিশ্রণটি একটি পরিস্কার বোতল বা জারে রাখতে পারেন। ফেস প্যাক-পাকা পেঁপের শাঁসের সঙ্গে ২ চামচ করে মধু, দই, কমলালেবুর খোসার গুঁড়ো ও তিন চামচ ওটমিল মিশিয়ে একটি ফেসপাক তৈরি করুন। শরীর ও মুখের ত্বকে ব্যবহার করুন। আধ ঘণ্টা পর ধুয়ে ফেলুন। স্নানের জন্য বিউটি বান্ডিল: প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করার একটি আদর্শ উপায় হল একটি পরিষ্কার কাপড়ে উপাদান বেঁধে, সামান্য ভেজা এবং তারপর কাপড়ের ব্যাগটি ত্বকে ঘষে দেওয়া। আপনি ব্যবহার করতে পারেন বেসন, ওটমিল, শুকনো পুদিনা পাতা, গোলাপের পাপড়ি, বাদোম খাবার, সামান্য হলুদের গুঁড়া।

অসমে আজ শুক্রবার করোনায় নতুন সংক্রমিত ২৮৬১ জন, একদিনে মৃত্যু ২১ জনের

গুয়হাটি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমে আজ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন নতুন আরও ২, ৮৬১ জন। আজ আরটিপিসিআর এবং এজি টেস্ট হয়েছে ৪১,১৩৪ জনের। সংক্রমিতের সংখ্যার পাশাপাশি হারও অবশ্য কমেছে। আজ সক্রমিতের শতাংশের হার ৬.৯৬, গতকাল ছিল ৮.২৮ শতাংশ।

এদিকে আজ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬,০০২ জন। অন্যদিকে সক্রিয় সংক্রমিতের সংখ্যাও কমে হয়েছে ৩২,০১৩। তাছাড়া আজ করোনায় মৃত্যু হয়েছে আরও ২১ জনের, গতকাল মৃত্যু হয়েছিল ২০ জনের। আজকের নিহতরা তিনজন করে কামরূপ মেট্রো ও শোণিতপুর, দুজন করে ডিব্রুগড়, গোলাঘাট, মরিগাঁও ও নলবাড়ি, একজন করে বরপেটা, বঙাইগাঁও, কাছাড়, দরং, ডিমা হাসাও এবং যোরহাট জেলার বাসিন্দা।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে আজকের তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে, আজও নতুন আক্রান্তের তালিকায় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে কামরূপ মেট্রো। তার পর যথাক্রমে যোরহাট, তিনসুকিয়া এবং ডিব্রুগড় জেলা। বিস্তারিত তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে, কামরূপ মেট্রোপলিটন জেলায় আজ কোভিড পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন ৫৯৯ জন, যোরহাটে ১৬১, তিনসুকিয়ায় ১৫০ এবং ডিব্রুগড় জেলায় ১৩৬ জন।

পূর্ণাঙ্গ তালিকা অনুযায়ী, বাকসায় ৪৪, বরপেটায় ১০৩, বিশ্বনাথে ৬২, বঙাইগাঁওয়ে ৫৫, কাছাড়ে ৭৫, চড়াইদেওয়ে ৩১, চিরাঙে ২৮, দরঙে ৮৪, ধেমাজিতে ৬৮, ধুবড়িতে ৭০, ডিব্রুগড়ে ১৩৬, ডিমা হাসাও জেলায় ৭, গোয়ালপাড়ায় ৮৯, গোলাঘাটে ১২৫, হাইলাকান্দিতে ১৬, হোজাইয়ে ১৩, যোরহাটে ১৬১, কামরূপ মেট্রোপলিটনে ৫৯৯, কামরূপ (গ্রামীণ)-এ ১২৩, কারবি আংলঙে ৫১, করিমগঞ্জে ৪৩, কোকরাঝাড়ে ৬২, লখিমপুরে ১২৬, মাজুলিতে ১৬, মরিগাঁওয়ে ৫৭, নগাঁওয়ে ১২৯, নলবাড়িতে ৯৮, শিবসাগরে ৫৫, শোণিতপুরে ১০১, তিনসুকিয়ায় ১৫০, ওদালগুড়িতে ৪০ এবং পশ্চিম কারবি আংলং জেলায় ১৬ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, প্রথম থেকে এবারের তৃতীয় ঢেউয়ে রাজ্যে এ পর্যন্ত কোভিড-মুক্ত হয়েছেন সর্বমোট ৬,৭১,৬৩১ জন, শতাংশের হার ৯৪.৪১। এছাড়া কোভিডে মৃত্যু হয়েছে সর্বমোট ৬, ৪০০ জনের, শতাংশের হার ০.৯০। নমুনা পরীক্ষা হয়েছে সর্বমোট ২,৭৭,৬০,১৭৯ জনের। সর্বমোট সক্রিয় সংক্রমিত ৭,১১, ৩৯১ জন।

আর্থিক সমস্যা নিয়ে স্পাইস জেটকে তিন সপ্তাহ সময় দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.): সুইস ফার্ম ক্রেডিট সুইস এজির সঙ্গে স্পাইস জেটের আর্থিক সমস্যা নিয়ে কড়া অবস্থান নিল দেশের শীর্ষ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের তরফে এনিয়ে বিমান সংস্থাকে তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আদালতের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে চালাতে চাইলে চালান নয়তো ঝাঁপ বন্ধ করে দিন।

এদিকে আডভোকেট হরিশ সালভে আদালতকে জানিয়েছেন সুইস ফার্মের সঙ্গে ঝামেলা মেটানোর ব্যাপারে স্পাইস জেট চেষ্টা চালাচ্ছে। সুইস ফার্মের সঙ্গে সমস্যা মেটানোর ব্যাপারে তিন সপ্তাহই সময় চেয়েছিল স্পাইস জেট। বিমান সংস্থার পক্ষে হরিশ সালভে একথা জানিয়েছিলেন আদালতে। সুইস কোম্পানির তরফে কেভি বিশ্বনাথন এই শর্তে রাজি হয়ে যান।

গত ১১ই জানুয়ারি হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের তরফে রায় দেওয়া হয় যে স্পাইস জেটের সম্পত্তি অ্যাটাচ করা যেতে পারে। এরপরই এনিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল বিমান সংস্থা। এদিকে ক্রেডিট সুইস এজির তরফে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে নালিশ জানিয়ে বলা হয়েছিল স্পাইস জেটের কাছে তাদের ২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বকেয়া রয়েছে। বিমানের মেরামতি, দেখাশোনা বাবদ এই খরচ হয়েছিল।

এদইন, আদালতের তরফে জানানো হয়েছে এটা একটা জটিল ব্যাপার। যদি তারা বিমান চালাতে না চায় তবে আমরা দেউলিয়া ঘোষণা করে দেব। এরপর সম্পত্তি ক্রোক করা হবে। সেক্ষেত্রে তারা এয়ারলাইন্স চালাতে চাইছেন নাকি দোকান বন্ধ করে দিতে চায় সেটা জানাক।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ওয়াইনের বিক্রি বাড়লে কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে”

মুম্বই, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.): “ওয়াইনের বিক্রি বাড়লে, কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে।” শুক্রবার সঞ্জয়ের এই মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। মহারাষ্ট্র সরকারের সুপার মার্কেট এবং খোলা বাজারে ওয়াইন বিক্রির সিদ্ধান্তের সমালোচনার প্রেক্ষিতে এমনই দাবি করলেন শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত।তিনি বলেন, “ওয়াইনকে কোনও ভাবে মদ বলা যায় না। আর ওয়াইনের বিক্রি বাড়লে কৃষকদের আয়-ও দ্বিগুণ হয়ে যাবে।” সঞ্জয়ের এই মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

উল্লেখ্য, সুপার মার্কেট ও বাজারে শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস জোট সরকারের ওয়াইন বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। উদ্ধব সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়েছে বিজেপি। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “আমরা কোনও ভাবেই মহারাষ্ট্রকে ‘মদ্যরাষ্ট্র’ হতে দেব না।” তাঁর আরও সংযোজন, “ অতিমারির দু’ বছর রাজ্যের মানুষের জন্য কিছুই করেনি শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস জোট সরকার। এখন তাদের লক্ষ্য রাজ্যে মদের প্রচার বৃদ্ধি করা।”

আর এর প্রত্যুত্তরেই এ হেন মন্তব্য শিবসেনার সঞ্জয় রাউতের। তাঁর পাল্টা দাবি, “বিরোধিতা ছাড়া কৃষকদের জন্য কিছুই করেনি বিজেপি। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করে দিচ্ছে ওরা।” এর পরে তাঁর সংযোজন, “ওয়াইনের বিক্রি বাড়লে, কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে।” সঞ্জয়ের এই মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র সরকার জানায়, এ বার থেকে সুপার মার্কেট থেকে খোলা বাজার, সর্বত্র ওয়াইন বিক্রি করা যাবে। এর লাইসেন্সের জন্য বার্ষিক ফি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। তার পরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।-হিন্দুস্থান সমাচার

দিল্লিতে থামান হল হেলিকপ্টার, ক্ষুব্ধ অখিলেশ

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.): দিল্লিতে আটকে দেওয়া হল সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের হেলিকপ্টার উ এই অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সপা প্রধান। তিনি অভিযোগ করেন, শুক্রবার দুপুরে উড়ানের আগে কোনও কারণ ছাড়াই তাঁর কপ্টারটি থামানো হয়। এই ঘটনাকে ‘বিজেপি-র রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র’ বলেছেন তিনি।

দিল্লি থেকে হেলিকপ্টারে উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার কথা ছিল সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের। অখিলেশ নেটমাধ্যমে একটি ছবিও পোস্ট করেছেন। শুক্রবার দুপুর আড়াইটের ওই পোস্টে দেখা যাচ্ছে, বিমানবন্দরের রানওয়েতে রাখা হেলিকপ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। ওই ঘটনার জেরে অখিলেশের উড়ানে প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি হয় বলে সমাজবাদী শিবিরের অভিযোগ। হতাশা থেকেই বিজেপি সরকার তাঁর কপ্টার আটকেছে অভিযোগ করে অখিলেশের টুইট, ‘মানুষ সবই দেখছে।’

রফতানির বরাত পেল ভারত ফিলিপিন্সে পাড়ি দেবে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.): প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সাফল্য ভারতের। এই প্রথম দেশে তৈরি ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র বিদেশে রফতানির বরাত পেল ভারত। ফিলিপিন্সের নৌ বাহিনীর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

সূত্রের খবর, ৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ আমেরিকার ডলারের চুক্তি হয়েছে। এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ভারত কতগুলো ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করবে তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে যৌথ উদ্যোগে গঠিত ব্রহ্মস এরোস্পেস সংস্থায় তৈরি ব্রহ্মস ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী। স্থলভূমির পাশাপাশি ডুবোজাহাজ, জাহাজ, যুদ্ধবিমান থেকে ছোড়া সম্ভব। এই ক্ষেপণাস্ত্রই এ বার শোভা পাবে ফিলিপিন্সের নৌ বাহিনীর সমর সম্ভারে।

দুই দেশের মধ্যে ৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ আমেরিকার ডলারের চুক্তি হয়েছে। তবে কতগুলো ক্ষেপণাস্ত্র ভারত ফিলিপিন্সকে সরবরাহ করবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই চিনকে নিশানায় রেখে লাদাখ ও অরুণাচলে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র বসিয়েছে ভারত। এবার এই জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র যাচ্ছে ফিলিপিন্সের নৌ বাহিনীর হাতেও।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আর্থিক সমস্যা নিয়ে স্পাইস জেটকে তিন সপ্তাহ সময় দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.): সুইস ফার্ম ক্রেডিট সুইস এজির সঙ্গে স্পাইস জেটের আর্থিক সমস্যা নিয়ে কড়া অবস্থান নিল দেশের শীর্ষ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের তরফে এনিয়ে বিমান সংস্থাকে তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আদালতের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে চালাতে চাইলে চালান নয়তো ঝাঁপ বন্ধ করে দিন।

এদিকে আডভোকেট হরিশ সালভে আদালতকে জানিয়েছেন সুইস ফার্মের সঙ্গে ঝামেলা মেটানোর ব্যাপারে স্পাইস জেট চেষ্টা চালাচ্ছে। সুইস ফার্মের সঙ্গে সমস্যা মেটানোর ব্যাপারে তিন সপ্তাহই সময় চেয়েছিল স্পাইস জেট। বিমান সংস্থার পক্ষে হরিশ সালভে একথা জানিয়েছিলেন আদালতে। সুইস কোম্পানির তরফে কেভি বিশ্বনাথন এই শর্তে রাজি হয়ে যান।

গত ১১ই জানুয়ারি হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের তরফে রায় দেওয়া হয় যে স্পাইস জেটের সম্পত্তি অ্যাটাচ করা যেতে পারে। এরপরই এনিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল বিমান সংস্থা। এদিকে ক্রেডিট সুইস এজির তরফে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে নালিশ জানিয়ে বলা হয়েছিল স্পাইস জেটের কাছে তাদের ২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বকেয়া রয়েছে। বিমানের মেরামতি, দেখাশোনা বাবদ এই খরচ হয়েছিল।

এদইন, আদালতের তরফে জানানো হয়েছে এটা একটা জটিল ব্যাপার। যদি তারা বিমান চালাতে না চায় তবে আমরা দেউলিয়া ঘোষণা করে দেব। এরপর সম্পত্তি ক্রোক করা হবে। সেক্ষেত্রে তারা এয়ারলাইন্স চালাতে চাইছেন নাকি দোকান বন্ধ করে দিতে চায় সেটা জানাক।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার

মুম্বই, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : ধাক্কা কাটিয়ে দিনের শুরুতেই চাঙ্গা শেয়ার বাজার। শুক্রবার বাজার খোলার পরই বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৫৫০ পয়েন্ট বেড়ে পৌঁছে যায় ৫৭,৮০০-র ওপরে। ঊর্ধমুখী ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচকও। এদিন নিফটি বেড়েছে ৯৮ পয়েন্ট। লেনদেনের শুরুতে ১৭,২০৮-এর স্তরে খোলে নিফটি।

এদিন যে শেয়ারগুলির দামে ঊর্ধগতি দেখা গিয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে ভারতী এয়ারটেল, টাটা স্টিল, ওএনজিসি। এই শেয়ারগুলিতে চাঙ্গাভাব দেখা যাচ্ছে। নিফটিতে যে শেয়ার নিম্নমুখী রয়েছে, তা এইচডিএফসি-র শেয়ার। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

গেম খেলছিল রেললাইনের ধারে বসে, জয়নগরে ট্রেনের ধাক্কায় দুই বন্ধুর মৃত্যু

জয়নগর, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে রেললাইনের ধারে বসে মোবাইলে গেম খেলার সময় লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল দুই বন্ধুর। মৃতদের নাম সৌরভ মারিক (২০) ও রেজাউল শেখ (১৭)। দু”জনেরই বাড়ি বহুরু এলাকায়। মৃত সৌরভ মারিক দক্ষিণ বারাসাত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আর রেজাউল একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত।

শুক্রবার সকালে দুই বন্ধু সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই বন্ধু কানে হেডফোন লাগিয়ে রেললাইনের ধারে বসে মোবাইলে গেম খেলছিল। বহরু ও জয়নগর স্টেশনের মাঝামাঝি কাকাপাড়ার রেল ক্রসিংয়ের কাছে আপ লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালের ধাক্কায় ছিটকে যায় দুই বন্ধু। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু”জনের। ঘটনার খবর পাওয়ার পর বারুইপুর জিআরপির আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তাঁদের দেহ দু”টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় দুই পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অস্ত্র রফতানি শুরু ভারতের, ব্রহ্মোস-এর জন্য ফিলিপিন্সের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): সামরিক ক্ষেত্রে ফিলিপিন্সের সঙ্গে একটি বিশেষ সামরিক চুক্তি সম্পন্ন করল ভারত। দীর্ঘদিন ধরেই দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছিল ব্রহ্মোস সুপারসনিক অ্যান্টি-শিপ ক্রুজ মিসাইল কেনার বিষয়ে। শুক্রবার সেই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ফিলিপিন্স নিজস্ব নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ভারতের সঙ্গে ৩৭৫ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি সম্পন্ন করল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফিলিপিন্সে অ্যান্টি-শিপ মিসাইল সিস্টেম সরবরাহের জন্য শুক্রবার ব্রাহ্মোস অ্যারোস্পেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর সঙ্গে একটি ছুটি স্বাক্ষরিত করেছে ফিলিপিন্স।

ফিলিপিন্সের সঙ্গে এই চুক্তি হওয়ার ফলে ব্রহ্মোসের বিক্রির আরও দরজা খুলে যেতে পারে। ব্রহ্মোসের পরিসীমা ২৯০ কিলোমিটার এবং এটি ২০০ কেজি ওয়ারহেড বহন করতে পারে। ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এরই মধ্যে এই মিসাইল নিয়ে নিজেদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সামরিক অস্ত্র রফতানির ক্ষেত্রে এটি ভারতের কাছে প্রথম কোনও বিদেশি অর্ডার। আত্মনির্ভর ভারতের এই মিসাইল বিক্রি দেশের কাছে একটি বড় পদক্ষেপ।

লতার শারীরিক অবস্থায় উন্নতি, কিছু সময়ের জন্য বেড়োলেন ভেন্টিলেশনের বাইরে

মুম্বই, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): সামান্য উন্নতি হয়েছে সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের শারীরিক অবস্থার। শুক্রবার সকালে তাঁকে একবার ভেন্টিলেশনের বাইরে আনা হয়েছিল। তবে মেডিক্যাল বোর্ডের চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে সতর্কতামূলক নজরদারি চালাচ্ছেন। আগের তুলনায় সুস্থ হলেও এখনও বাড়ির কাছেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বর্ষীয়ান গায়িকা। শুক্রবার মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে একবার ভেন্টিলেশনের বাইরে আনা হয়েছিল লতাদিদিকে। এখনও তিনি আইসিইউ-তেই রয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ৯ জানুয়ারি থেকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন লতা মঙ্গেশকর। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছিলেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর, কোভিড ছাড়াও নিউমোনিয়ায় অসুস্থ তিনি। ধীরে ধীরে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। সম্ভবত আরও কিছু দিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকবেন তিনি। তারপরই হয়তো ছুটি দেওয়া হতে পারে গায়িকাকে।

ইয়েদুরাপ্পার নাতনির অস্বাভাবিক মৃত্যু, বেঙ্গালুরুর অ্যাপার্টমেন্টে মিলল ঝুলন্ত দেহ

বেঙ্গালুরু, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): অস্বাভাবিক মৃত্যু হল কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার নাতনির। শুক্রবার বেঙ্গালুরু একটি প্রাইভেট অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ইয়েদুরাপ্পার নাতনির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, আত্মঘাতী হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পার নাতনি সৌন্দর্যা। মাত্র ৩০ বছর বয়সে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। মাত্র ৬ মাসের সন্তান রেখে আত্মঘাতী হয়েছেন সৌন্দর্যা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বেঙ্গালুরুর হাই গ্রাউন্ড থানার পুলিশ। বেঙ্গালুরু সেন্টালে মাউন্ট কারমেল কলেজের কাছে একটি অভিজাত অ্যাপার্টমেন্টে স্বামীর সঙ্গে থাকতেন বিএস ইয়েদুরাপ্পার নাতনি সৌন্দর্যা। সৌন্দর্যা এবং তাঁর স্বামী দু”জনেই পেশায় চিকিৎসক। মাত্র দু ”বছর আগে বিয়ে হয় তাঁদের। সৌন্দর্যার ছ”মাসের সন্তান রয়েছে। সূত্রের খবর, সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর থেকে সৌন্দর্যা অবসাদে ভুগছিলেন। সৌন্দর্যা বেঙ্গালুরুর এমএস রামাইয়া হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। সৌন্দর্যা, বিএস ইয়েদুরাপ্পার বড় মেয়ে পদ্মার প্রথম সন্তান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি। মৃতদেহ উদ্ধার করার পর বেঙ্গালুরুর বোরিং এবং লেডি কার্জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানেই ময়নাতদন্ত হয়েছে।

ভারতে ১৬৪.৪৪-টিকাকরণ সম্পন্ন দ্রুততার সঙ্গে চলছে কোভিড-পরীক্ষাও

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে ১৬৪.৪৪ কোটির গন্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে কোভিড-টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬৯২ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৬৪.৪৪-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৬৪,৪৪,৭৩,২১৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে কোভিড-পরীক্ষাও চলছে দ্রুততার সঙ্গে, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ৭২.৩৭-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৫,৮২,৩০৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭২,৩৭,৪৮,৫৫৫-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৫,৮২,৩০৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫১ হাজার ২০৯ জন।

রফতানির বরাত পেল ভারত, ফিলিপিন্সে পাড়ি দেবে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.): প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সাফল্য ভারতের। এই প্রথম দেশে তৈরি ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র বিদেশে রফতানির বরাত পেল ভারত। ফিলিপিন্সের নৌ বাহিনীর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। সূত্রের খবর, ৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ আমেরিকার ডলারের চুক্তি হয়েছে। এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ভারত কতগুলো ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করবে তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে যৌথ উদ্যোগে গঠিত ব্রহ্মস এরোস্পেস সংস্থায় তৈরি ব্রহ্মস ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী। স্থলভূমির পাশাপাশি ডুবোজাহাজ, জাহাজ, যুদ্ধবিমান থেকে ছোড়া সম্ভব। এই ক্ষেপণাস্ত্রই এ বার শোভা পাবে ফিলিপিন্সের নৌ বাহিনীর সমর সম্ভারে। দুই দেশের মধ্যে ৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ আমেরিকার ডলারের চুক্তি হয়েছে। তবে কতগুলো ক্ষেপণাস্ত্র ভারত ফিলিপিন্সকে সরবরাহ করবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই চিনকে নিশানায় রেখে লাদাখ ও অরুণাচলে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র বসিয়েছে ভারত। এবার এই জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র যাচ্ছে ফিলিপিন্সের নৌ বাহিনীর হাতেও।

দিল্লিতে থামান হল হেলিকপ্টার, ক্ষুব্ধ অখিলেশ

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.): দিল্লিতে আটকে দেওয়া হল সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের হেলিকপ্টার উ এই অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সপা প্রধান। তিনি অভিযোগ করেন, শুক্রবার দুপুরে উড়ানের আগে কোনও কারণ ছাড়াই তাঁর কপ্টারটি থামানো হয়। এই ঘটনাকে ‘বিজেপি-র রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র’ বলেছেন তিনি।

দিল্লি থেকে হেলিকপ্টারে উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার কথা ছিল সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের। অখিলেশ নেটমাধ্যমে একটি ছবিও পোস্ট করেছেন। শুক্রবার দুপুর আড়াইটের ওই পোস্টে দেখা যাচ্ছে, বিমানবন্দরের রানওয়েতে রাখা হেলিকপ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। ওই ঘটনার জেরে অখিলেশের উড়ানে প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি হয় বলে সমাজবাদী শিবিরের অভিযোগ। হতাশা থেকেই বিজেপি সরকার তাঁর কপ্টার আটকেছে অভিযোগ করে অখিলেশের টুইট, ‘মানুষ সবই দেখছে।’

ওয়াইনের বিক্রি বাড়লে, কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে।”

মুম্বই, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.): “ওয়াইনের বিক্রি বাড়লে, কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে।” শুক্রবার সঞ্জয়ের এই মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। মহারাষ্ট্র সরকারের সুপার মার্কেট এবং খোলা বাজারে ওয়াইন বিক্রির সিদ্ধান্তের সমালোচনার প্রেক্ষিতে এমনই দাবি করলেন শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত।তিনি বলেন, “ওয়াইনকে কোনও ভাবে মদ বলা যায় না। আর ওয়াইনের বিক্রি বাড়লে কৃষকদের আয়-ও দ্বিগুণ হয়ে যাবে।” সঞ্জয়ের এই মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।উল্লেখ্য, সুপার মার্কেট ও বাজারে শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস জোট সরকারের ওয়াইন বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। উদ্ধব সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়েছে বিজেপি। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “আমরা কোনও ভাবেই মহারাষ্ট্রকে ‘মদ্যরাষ্ট্র’ হতে দেব না।” তাঁর আরও সংযোজন, “ অতিমারির দু’ বছর রাজ্যের মানুষের জন্য কিছুই করেনি শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস জোট সরকার। এখন তাদের লক্ষ্য রাজ্যে মদের প্রচার বৃদ্ধি করা।”

আর এর প্রত্যুত্তরেই এ হেন মন্তব্য শিবসেনার সঞ্জয় রাউতের। তাঁর পাল্টা দাবি, “বিরোধিতা ছাড়া কৃষকদের জন্য কিছুই করেনি বিজেপি। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করে দিচ্ছে ওরা।” এর পরে তাঁর সংযোজন, “ওয়াইনের বিক্রি বাড়লে, কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে।” সঞ্জয়ের এই মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র সরকার জানায়, এ বার থেকে সুপার মার্কেট থেকে খোলা বাজার, সর্বত্র ওয়াইন বিক্রি করা যাবে। এর লাইসেন্সের জন্য বার্ষিক ফি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। তার পরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রকৃতির প্রতি আস্থার মাধ্যমে বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রকৃতির প্রতি আস্থার মাধ্যমে বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে ভারত। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার বিকেলে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পণ্ডিত যসরাজ সংস্কৃতিক ফাউন্ডেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ’পণ্ডিত যসরাজজির জন্মবার্ষিকীও শুভ মুহূর্ত আজ। এই দিনে, পণ্ডিত যসরাজ সাংস্কৃতিক ফাউন্ডেশন স্থাপনের এই উদ্ভাবনী কাজের জন্য আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। বিশেষভাবে আমি দুর্গা যসরাজজি এবং পণ্ডিত সারঙ্গদেব জিকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।’ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ’সঙ্গীত এমন একটি মাধ্যম যা আমাদের জাগতিক কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন করে এবং জাগতিক আসক্তি থেকেও মুক্তি দেয়।’ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ’প্রযুক্তির প্রভাব যখন প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে, তখন সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব ঘটানো উচিত। ভারতে এমন স্টার্টআপ তৈরি করুন যেগুলি সম্পূর্ণরূপে সঙ্গীতের প্রতি নিবেদিত, ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের উপর ও ভারতীয় সঙ্গীত ঐতিহ্যের উপর ভিত্তিশীল।’ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ’বর্তমানে আমরা কাশীর মতো আমাদের শিল্প ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির নবজাগরণ করছি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রকৃতির প্রতি আমাদের যে আস্থা রয়েছে, বর্তমানে তার মাধ্যমে বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে।’

দিল্লিতে মহিলার সঙ্গে অভব্য আচরণে ধৃত ৯, অভিযুক্তদের ৭ জনই মহিলা

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): পূর্ব দিল্লির কস্তুরবা নগরে গণধর্ষিতা তরুণীকে অপহরণ করে, তাঁর চুল কেটে, মুখে কালি মাখিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় হাঁটানোর ঘটনায় ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে ৭ জনই মহিলা। পাশাপাশি দু’জন অপ্রাপ্তবয়স্ককেও আটক করেছে পুলিশ। এ ছাড়া মোবাইল ভিডিয়ো ও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে আরও ১০ থেকে ১৫ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দিল্লি মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়ালের টুইট করা ভিডিয়োয় মহিলার সঙ্গে অভব্য আচরণের ঘটনাটি জানাজানি হয়। স্বাতী দিল্লি পুলিশকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেছিলেন। তার পরই এই গ্রেফতার। উল্লেখ্য, প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন পূর্ব দিল্লির কস্তুরবা নগরে ওই তরুণীকে অপহরণ করে গণধর্ষণ ও বেধড়ক মারধর করা হয়। তারপর তাঁকে জুতোর মালা পরিয়ে রাস্তায় জোর-জবরদস্তি হাঁটানোর অভিযোগ রয়েছে কয়েক জন মহিলার বিরুদ্ধে।

শিশুর জন্ম থেকে একজন মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত সরকার তার পাশে রয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জানুয়ারি।। বিধানসভা নির্বাচন আরো প্রায় এক বছর বাকি। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে দলবদল এর পালা। শুক্রবার গোলাঘাটি বিধানসভায় ৭৭১ ভোটার বিভিন্ন দল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেন। এদিন গোলাঘাটি বিধানসভার শ্যামনগর গাংঠাকুর বাজারে অনুষ্ঠিত হয় বিজেপির যোগদান সভা। সেখানে সিপিএম আইপিএফটি এবং তিপরা মথা দল ত্যাগ করে ৭৭১ জন জনজাতি ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন। এরমধ্যে আইপিএফটি মহিলা সংগঠনের বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদিকা শর্মারাণি জমাতিয়া, আইপিএফটি বিভাগীয় সহসভাপতি বিশু দেববর্মা অন্যতম দলত্যাগী। তাদের বরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ভাষণে বিপ্লব কুমার দেব বলেন গত আঠারো বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভিশন ডকুমেন্ট এর সকল প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে। তেইশের নির্বাচনের আগেই সামাজিক ভাতা দুই হাজার টাকা করা হবে। তিনি বলেন আমরা শুধু ভিশন ডকুমেন্ট নিয়ে ভাবছিনা।

২০৪৭ সাল পর্যন্ত উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। গণ মুক্তি পরিষদের নেতারা জনজাতি দরদী পরিচয় দিয়ে পাহাড়ে রাজনীতি করেছে। কিন্তু প্রকৃত উন্নয়ন শুরু হয়েছে ২০১৮ সালের পরে। মনে রাখবেন উন্নয়নে দৃষ্টান্ত তৈরি হবে এই রাজ্যে। ভারতবর্ষে একটাই পার্টি রয়েছে যারা মাটির কথা বলে, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের কথা বলে একমাত্র বিজেপি পার্টি। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কোভিডের মোকাবিলা করেছে সারাদেশের মানুষ। রাষ্ট্র বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করে ভারতবর্ষকে বৈভবশালী করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার ৩৭ লাখ জনতার জীবনমান উন্নয়নের কাজ চলছে। এর থেকে পিছিয়ে নেই গোলাঘাটি। আজকের দলবদল এবং মহিলাদের উপস্থিতি প্রমাণ করে ২০১৮ জয়ের ধারা গোলাঘাটিতে ২০২৩ সালেও অব্যাহত থাকবে।তিনি আরো বলেন প্রশাসনে স্বচ্ছতা এসেছে। সুবিধাভোগীদের একাউন্টে সরাসরি সরকারি টাকা প্রদান করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর হোক আর করোনা চলাকালীন সরকারি সহযোগিতা।

সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাজ করা হচ্ছে। এক সময় কমিশন বাণিজ্য চলত। কিন্তু আজ সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন পেয়েছে রাজ্যবাসী। গ্রামীণ মহিলাদের হাতে রোজগার দেওয়ার জন্য স্বসহায়ক দলকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পের বিনামূল্যে চিকিৎসা। অটল জলধারা মিশনে প্রতি ঘরে জল। ৮০ কোটি ভারতীয়দের বিনামূল্যে চাল। বিনামূল্যে শৌচালয়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর। বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ রাজনীতির রঙ না দেখে সকলকে দেয়া হচ্ছে। সরকার সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কর্মচারীদের ডিএ আবার দেওয়া হবে। সপ্তম পে স্কেল দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন আজ টিএসআর ক্যাম্পে সফরকালে জওয়ানদের মুখ থেকে শুনতে পান যার বেতন ছিল ৩২ হাজার টাকা সে পাচ্ছে এখন ৫২ হাজার টাকা। এটাই পরিবর্তন। স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে। জনজাতিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। বড়মুড়া,আঠারো মুড়া, গন্ডাছড়ার নাম পরিবর্তন করে জনজাতিদের সম্মান জানানো হয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দরের নামকরন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর নামে করা হয়েছে।

শিশুর জন্ম থেকে একজন মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত সরকার তার পাশে রয়েছে। ফেস্টিবল এডভান্স পাঁচ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে কুড়ি হাজার টাকা করা হয়েছে। এ রাজ্যের বৃহৎ অংশের মানুষ রাবার শিল্পের উপর নির্ভরশীল। রাবার চাষিরা একসময় লোকসানের মুখ দেখতো। কিন্তু বর্তমান সরকার সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে করেছে। একসময় কেরালার একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির রাবার কিনতেন। তারা যে রাবারের মূল্য স্থির করতেন সেই মূল্যে বিক্রি করতে হতো। আজ সেই ব্যবস্থা পরিবর্তন হয়েছে। এখন ১৫০ থেকে ১৭০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে রাবার। কৃষকেরা ধান বিক্রি করতে পারত না। এখন সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনছে। উন্নয়নকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি। এদিনের সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, বিজেপির প্রদেশ সহ-সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য,এডিসির বিরোধী দলনেতা হংস কুমার ত্রিপুরা। বিজেপির জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ। সভাপতিত্ব করেন বিজেপির গোলাঘাটি মন্ডল সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা। উপস্থিত ছিলেন টাকারজলা মন্ডল সভাপতি নির্মলদ দেববর্মা, জেলা কমিটির সহসভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা, সাধারণ সম্পাদক রাজেশ দেববর্মা প্রমুখ।

ভারতবর্ষে প্রকৃত গণরাজ্য প্রতিষ্ঠাই হোক আমাদের সংকল্প ঃ মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। সাধারণতন্ত্র দিবসে ভারতের প্রাচীন গণরাজ্যিক পদ্ধতি প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। তাঁর মতে, ওই পদ্ধতিতে মানুষের মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের সাহায্যে প্রকৃত অর্থেই জনগণের রাজত্ব প্রতিফলিত হত। তাই, বর্তমান প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও সেই মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের সাহায্যে পুষ্ট করার জন্য সওয়াল করেছেন তিনি। তাঁর পরামর্শ, ভারতবর্ষে প্রকৃত গণরাজ্য প্রতিষ্ঠাই হোক আমাদের সংকল্প। আজ ত্রিপুরায় খয়েরপুরস্থিত সেবাধামে সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে একথা বলেন তিনি।

আজ সকালে সমস্ত করোনাবিধি মেনে মোহন ভাগবত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের করেন এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার পর সাধারণতন্ত্র দিবসের তাতর্য্য সকলের সামনে তুলে ধরেন। এদিন সাধারণতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি ভারতের প্রাচীন গণরাজ্যিক পদ্ধতির প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি বলেন, ভারতের প্রাচীন গণরাজ্যিক পদ্ধতিতে মানুষের মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের সাহায্যে প্রকৃত অর্থেই জনগণের রাজত্ব প্রতিফলিত হত। বর্তমান প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও সেই মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই পুষ্ট করতে হবে। প্রাচীন গণরাজ্যের বিষয়ে বোঝাতে গিয়ে তিনি বৈশালী, লিচ্ছবির প্রসঙ্গ

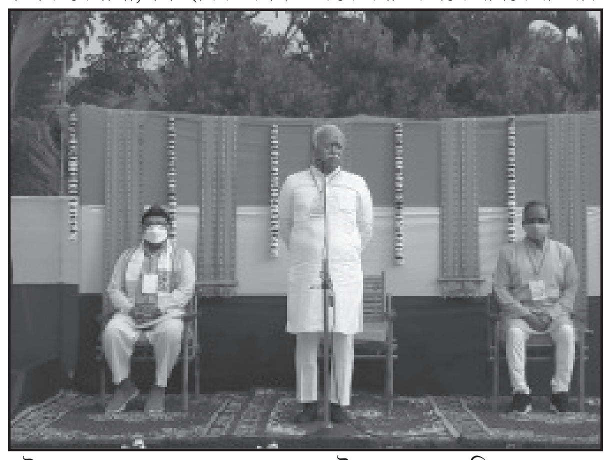

টেনে এনেছেন।

এদিন তিনি বলেন, সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন একটি ভাবনার স্বরূপ, জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সেই ভাবের প্রকাশ হয়। তাঁর কথায়, জাতীয় পতাকার গেরুয়া রঙের আবহেই প্রাচীন ভারত থেকে নতুন ভারতের সংস্কৃতি রচিত হয়েছে যুগে যুগে। তাঁর দাবি, গেরুয়া রঙ ভারতের শাশ্বতের পরিচয় যা ত্যাগ, শৌর্য, বীর্যের প্রতীকও বটে। তেমনি, সাদা রঙ শান্তির বার্তা বাহক, যা ভারতের আত্মজ। তিনি বলেন, যুগে যুগে ভারত গোটা বিশ্বকে শান্তির বাধনে বাঁধার চেষ্টা করে আসছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ভারত সবুজ বনানী তথা প্রকৃতি বান্ধব দেশ। সবুজ প্রকৃতিকে শোষণ করে নয়, ভারতের ঐতিহ্য সবুজ বনানী রক্ষা করে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া। তাই, সবুজ রঙ প্রগতি তথা মা লক্ষ্মীর প্রতীক।

তাঁর মতে, এগিয়ে যাওয়া মানে শুধু ব্যক্তিতান্ত্রিক নয়, হোক সামগ্রিক। সেই সামগ্রিকতা প্রত্যেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকলকে একত্রে নিয়ে চলাই ভারতের ধর্ম। তিনি বলেন, ভারতের এই ধার্মিক মনোভাবই জাতীয় পতাকার মাঝখানের চক্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর পরামর্শ, সকল রঙের প্রতীকী ব্যবহার আমাদের জীবনের দ্বারা সংকল্পিত করে সারা ভারতবর্ষে প্রকৃত গণরাজ্য প্রতিষ্ঠাই হোক আমাদের সংকল্প।

অতিথি দেব ভবঃ

● প্রথম পাতার পর

হত্যা করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে উদয়পুর সহ গোটা রাজ্যে। ঘটনা উদয়পুর খিলপাড়া স্থিত সুখ সাগর জলায়। সাইবেরিয়ান পরিযায়ী বালি হাঁস প্রজাপতির সহস্রাধিক পাখি মারার ঘটনায় শুক্রবার সুখসাগর জলা পরিদর্শন করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেন গোমতী জেলা বন আধিকারিক মহেন্দ্র সিং, উদয়পুর মহকুমা বন আধিকারিক কমল ভৌমিক।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী সাইবেরিয়ান বালি হাঁস প্রজাপতির সহস্রাধিক পাখি হত্যার মতো ঘটনা যেন না হয় এবং ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন আর নয় সেই দিকে কঠোর ভাবে নজর রাখার জন্য স্থানীয় এলাকাবাসীদের কাছে আহ্বান রাখেন গোমতী জেলা বন আধিকারিক মহেন্দ্র সিং, উদয়পুর মহকুমা বন আধিকারিক কমল ভৌমিক। জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য মাইক যোগে প্রচার করে আহ্বান করা হয় জেলা ও মহকুমা বন আধিকারিকের পক্ষ থেকে। আজ সকালে উদয়পুর মহকুমা বন আধিকারিক মাইক যোগে উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ভারতীয় বন আইন ১৯২৭ ও ভারতীয় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী যদি কেউ বন্য প্রাণী হত্যা করেন তাহলে ন্যূনতম ছয় মাস জেল হাজত বাস হতে পারে বলে গাড়ি নিয়ে প্রচার করে জনগনকে সচেতন করেছেন। যদি কেউ এই কাজে যুক্ত আছেন দেখা যায় তাহলে ৯৮৫৬৬১২৮১১নাম্বাবে যোগাযোগ করতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন।

উল্লেখ্য গত মঙ্গলবার উদয়পুর রেল স্টেশন সংলগ্ন সুখ সাগর জলায় খাওয়ার উপাদানের সাথে রাসায়নিক ওষুধ মিশিয়ে সহস্রাধিক পরিযায়ী বালি হাঁস প্রজাপতি পাখি হত্যা করা হয় ভিনরাজ্যের কিছু পরিযায়ী শ্রমিক। বিরল প্রজাতির পরিযায়ী পাখিদের খাবারের সাথে রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে হত্যা করলো কিছু দুস্কৃতিকারী ভিনরাজ্যের শ্রমিক। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে সহস্রাধিক মৃত পরিযায়ী সাইবেরিয়ান বালি হাঁস প্রজাপতির পাখিগুলিকে খাওয়ার জন্য বস্তায় ভরে নিয়ে যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায় পরিযায়ী পাখিগুলির নাম ছিল "সোয়েম ফেন"। উদয়পুরে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে সুখসাগর জলাতে এই সোয়েমফেন নামের পরিযায়ী পাখিরা আসছিলো বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

কিন্তু গত দুদিন ধরে সুখসাগর জলায় খাওয়ার সাথে ঔষধ মিশিয়ে এই পাখিগুলিকে হত্যা করে কিছু দুস্কৃতিকারী। হৃদয় বিদারক এই ঘটনা বুধবার সকাল থেকে হতবাক করে তুলেছে পরিবেশ সচেতন স্থানীয় মানুষদের। এই ঘটনায় শুক্রবার সকালে সুখসাগর জলায় গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন জেলা বন আধিকারিক মহেন্দ্র সিং এবং মহকুমা বন আধিকারিক কমল ভৌমিক। এদিকে সোস্যাল মিডিয়া ও সংবাদ পত্রে এই খবর প্রকাশিত হওয়ায় শুক্রবার সকালে সুখসাগর জলায় গিয়ে স্থানীয় এলাকাবাসীদের সাথে কথা বলে এই ধরনের ঘটনার যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয় সেই বিষয়ে সকলকে সচেতন এবং কঠোরভাবে নজরদারি করার জন্য আহ্বান রাখেন বিজেপি রাধাকিশোরপুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস। এই সহস্রাধিক পরিযায়ী বালি হাঁস প্রজাপতির পাখির মৃত্যুর ঘটনায় চারিদিকে ছি: ছি: রব উঠেছে। দোষী, খুনি চোরা শিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রধানকে

● প্রথম পাতার পর

তবেই পঞ্চায়েত কার্যালয়ের তালা খুলে দেওয়া হবে, হুঙ্কার দেন তিনি।

এই খবর পেয়ে বিজেপি সিপাহীজলা জেলা উত্তরের সহ-সভাপতি তথা বিশালগড় মন্ডলের প্রভারী আমল দেবনাথ সহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পঞ্চায়েত কার্যালয়ের তালা খুলে দেওয়া নিয়ে প্রাক্তন প্রধান ও বিজেপি নেতৃত্বদের মধ্যে তীব্র বাকবিতন্ডা শুরু হয়। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল আকার নিচ্ছে খবর পেয়ে ছুটে যান বিশালগড় থানার পুলিশ।

পুলিশের হস্তক্ষেপে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সচিব সহ কর্মীরা তালাবন্দী থেকে মুক্ত হন। সাথে নতুন প্রধান নির্বাচনের প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। জানা গেছে, পঞ্চায়েতের বাকি সদস্য এবং এলাকাবাসীদের নিয়ে বৈঠকের পর স্থির হয় চন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান নির্বাচিত হন প্রিয়া ভৌমিক। তবে, চন্দ্রনগর পঞ্চায়েতে শাসক দলে সংঘাত নিয়ে ড্যামেজ কন্টোলে জেলা স্তরের নেতৃবৃন্দ আদৌ সফল হবেন, তা নিয়েই বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

আহত আট

● প্রথম পাতার পর

ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শুক্রবার সাতসকালে রাজধানী আগরতলা শহরের সার্কিট হাউজ এলাকায় একটি মাল বোঝাই লরি বাঁক নিতে গিয়ে মূল সড়কের উপর উল্টে যায়। তাতে লরিটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি। গাড়ির চালক অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আহত চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে, সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় বাঁক নিতে গিয়ে প্রায়ই যান দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এলাকাটি দুর্ঘটনা প্রবল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দুইটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুইজন বাইক চালক। ঘটনার তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল এলাকায় শুক্রবার সন্ধ্যা আটটা নাগাদ সংবাদে জানা যায় টি আর ০৬ বি ৬২৪২ নম্বরের বাইক নিয়ে সুব্রত চক্রবর্তী তেলিয়ামুড়া দিকে আসছিল অপরদিকে টি আর ০৬ সিং ৬১৮২ নম্বরের বাইক নিয়ে প্রীতিময় সরকার তৃষা বাড়ির দিকে যাওয়ার পথে তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচার বিল এলাকায় দুটি বাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে দুইটি বাইকের বাইক চালক রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদশীরা খবর দেয় তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দুজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার হাসপাতালে নিয়ে আসে। দুজনে মধ্যে সুব্রত চক্রবর্তী অবস্থা সঙ্কটজনক। জানা গেছে সুব্রত চক্রবর্তীর বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন ডিএম কলোনি এলাকায়। প্রীতিময় সরকারের বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানার তুইচিন্দ্রাই এলাকায়। এদিকে পুলিশ দুই ব্যক্তিকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে।

নীরব

● আটের পাতার পর

হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, সীমান্ত দিয়ে পাচারকারীরা প্রতিনিয়ত গরু পাচারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিএসএফ জওয়ানরা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব অব্যাহত রেখেছে।

সুশান্ত চৌধুরী

● আটের পাতার পর

প্রদান করে তাদের এই সেবামূলক কাজ ও মানসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আজকের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত রক্তদানকারী সকল রক্তদাতাদের সুস্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

করোনা সচেতনতামূলক প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ জানুয়ারি।। ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে দক্ষিণ জেলা বিলোনিয়া জেলাশাসক কার্যালয়ে করোনাকালীন সংকটময় পরিস্থিতি এবং সংক্রমণের প্রকোপ থেকে সকল অংশের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার তাগিদে শুক্রবার সকালে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাশাসকের হাত ধরে শুভারম্ভ করা হয় তিন দিনব্যাপী করোনা সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান। সারাদেশব্যাপী করোনার তৃতীয় আবহের সংক্রমণ থেকে সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যসুরক্ষার পাশাপাশি দক্ষিণ জেলার জাতি উপজাতি সকল অংশের জনগণকে করোনা আবহ থেকে সতর্ক এবং সুরক্ষিত থাকার জন্য ভলেন্টিয়ারী হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার পক্ষ থেকে তিন দিনব্যাপী সচেতনতামূলক প্রচারকার্য কর্মসূচি হাতে নিয়ে বিলোনিয়া জেলাশাসকের কার্যালয়ে জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে শুভারম্ভ করা হয় প্রচারকার্য অভিযান।

ইয়াবা

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় জনগণ হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তার কাছ থেকে ১৫ প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় জনগণ তাকে ধরতে পেয়েই উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

স্থানীয়দের দাবি, মার খেয়ে ভূষণ নেশা সামগ্রী পাচারের মূল পান্ডার নাম স্বীকার করেছে। কিন্তু, পুলিশ কোন এক অজ্ঞাত কারণে ভূষণের বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নেশা সামগ্রী পাচারের বিরুদ্ধে পুলিশের সহযোগিতা সব সময় পাওয়া যায় না। ফলে, নেশার গ্রাস থেকে জব সমাজকে বাঁচানো দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংগঠনের

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। এছাড়া মহাবিদ্যালয় শিক্ষা কর্মীদের সর্বস্তরের কর্মীর প্রমোশন সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য দাবি জানানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

বিদ্যুৎকর্মী

● প্রথম পাতার পর

বিদ্যুৎ কর্মীর পরিবারকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ নিগমের সিনিয়র ম্যানেজারও দশ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া তাকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ করবি সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

মৃত্যু চার

● প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৯৮০৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯২২১৯ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.২৮ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯২.৪৬ শতাংশ। এদিকে ০.৮৯ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় চার জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮৮৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১০৬ জন, উত্তর জেলায় ৩৩ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২৩ জন, দক্ষিণ জেলায় ৩৯ জন, ধলাই জেলায় ৩৮ জন, ঊনকোটি জেলায় ২৪ জন, খোয়াই জেলায় ৯ জন এবং গোমতি জেলায় ৩৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

কন্ট্রোলে পিএমও

● প্রথম পাতার পর

বিবেচিত হয়। যদিও এখনও অবধি কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

তবে শিক্ষকরা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং দাবি করেছে যে নন টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটাগরির (এনটিপিসি) জন্য নিয়োগ অভিযানে যোগ্যতা অর্জনকারী বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী পাস করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে এই বিক্ষোভগুলি "স্বতঃস্ফূর্ত" ছিল। প্রধান বিরোধী দল আরজেডি-র মুখপাত্র মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি বলেন, "ছাত্রদের বিক্ষোভ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতাকে প্রমাণ করে এবং এটি দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের প্রমাণ।"

রেলের চাকরির পরীক্ষায় অস্বচ্ছতার অভিযোগ ও প্রতিবাদে বিহার জুড়ে পালিত হল বন্ধ। আইসা-সহ কয়েকটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের ডাকা শুক্রবারের এই বন্ধের প্রভাব পড়েছে বিহারের রাজধানী পাটনা-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি শহরে। বনধের সমর্থনে এদিন সকালে পাটনায় সড়ক অবরুদ্ধ করেন বন্ধ সমর্থকেরা। পাশাপাশি রেল অবরোধ করায় ট্রেন পরিষেবা কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আটকে পড়ে দূরপাল্লার একাধিক রেল। বিহার বনধ-এ সামিল হন মহুয়ার আরজেডি বিধায়ক ডঃ মুকেশ রৌশানও। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বনধ পালিত হয়।উল্লেখ্য, গত ১৫ জানুয়ারি রেলের নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটিগরি (এনটিপিসি)-র পরীক্ষার প্রথম ধাপ বা সিবিটি-১ (কম্পিউটার বেসড টেস্ট) এর ফলাফল প্রকাশ করে রেল নিয়োগ বোর্ড। জানানো হয়, সিবিটি-২-এর পরীক্ষা শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি। বিক্ষোভের সূত্রপাত হয় তার পরেই। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, ২০১৯ সালে ওই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি যখন প্রকাশ হয়েছিল, সে সময়ে শুধু সিবিটি-১ এর কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ফলপ্রকাশের পরে সিবিটি-২-এর কথা ঘোষণা করেছে রেল। যা নিয়মবিরুদ্ধ। এর পিছনে রেলের আধিকারিকদের দুর্নীতি ও অনিয়ম রয়েছে এই অভিযোগে সরব হয়ে পথে নামেন পরীক্ষার্থীরা। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ অবশ্য পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ শোনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে, রেলওয়ে নিযুক্তি বোর্ডের (আরআরবি) দ্বারা ১৪-১৫ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখ-এ জারি করা অ-কারিকরি পপুলার শ্রেণীর (এনটিপিসি) অন্তর্গত সেন্টেলাইজডএমপ্লয়মেন্ট নোটিফিকেশন সিইএন ০১/২০১৯ এর প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার আধারিত পরীক্ষার (সিবিটি) পরিণাম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের দ্বারা উত্থাপিত সংশয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিরীক্ষণ করার জন্যে ভারতীয় রেলওয়ে রেলওয়ের জ্যেষ্ঠ অধিকারীবর্গের সমন্বিতে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করছে। এই নতুন কমিটি প্রার্থীদের দ্বারা উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়গুলির উপরে অধ্যয়ন করে, এইসমূহের উপরে সমিধান প্রদান করবে। গত ২৭ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে রেল মন্ত্রালয় মন্ত্রালয়ের উক্ত কার্য প্রক্রিয়ার উপরে যেকোনো সংশয়ের নিরমন করা এবং ইহার নিযুক্তি প্রক্রিয়ার সম্পর্কে বাখ্যা করার জন্যে একটি এফ এ কিউ (সচরাচর করা জিজ্ঞাস্য) জারি করেছে। ইতিমধ্যে আরআরবি ২০১৮ বর্ষ থেকে ২,৮৩,৭৪৭ টি শূন্য পদের জন্যে অধিসূচনা জারি করছে এবং ইহার মধ্যে ১.৩২ লাখ থেকেও অধিক প্রার্থীকে নিযুক্তি দিয়েছেন। বাকা থাকা শূন্যপদের নিযুক্তি বর্তমানে কার্যকরী হয়ে আছে। গত সাড়ে তিন বর্ষের ভেতরে রেলওয়ে নিযুক্তি বোর্ড (আরআরবি) কোভিড-১৯ সম্পর্কীয় সংশ্লিষ্ট বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও প্রায় ৪ কোটি প্রার্থীর জন্যে সিবিটির আয়োজন করে।

এক শ্রেণীর প্রার্থীদের দ্বারা উত্থাপিত, যারা আরআরবির দ্বারা জারি করা সেন্টেলাইজড এমপ্লয়মেন্ট নোটিফিকেশন মাধ্যমে নিযুক্তির জন্যে আবেদন করছে, যে প্রক্রিয়া বর্তমানে কার্যকরি হয়ে চলতেছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়/অভিযোগসমূহের উপরে শুনানির জন্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল ২৭-০১-২০২২ তারিখ থেকে ১৬-০২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত আউটরীচ ক্যাম্পের আয়োজন করছে। এই ক্যাম্পসমূহ কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, রঙ্গিয়া, লামডিং এবং তিনসুকিয়া মণ্ডলে স্থিত মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধকসমূহের কার্যালয়ের কল্যান দপ্তরে আয়োজিত করা হয়েছে এবং ইহার উপরিও উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের মালিগাঁও স্থিত মুখ্য কার্যালয়ের ষ্টাফ ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার এ এবং আরআরবি / গুয়াহাটি ও আরআরবি/ শিলিগুড়ি কার্যালয়েও আয়োজিত হয়েছে। এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অধিসূচনা বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের চ"ছিয়েল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও প্রকাশিত করা হয়েছে।

ইচ্ছুক প্রার্থীগণ যেকোনো কার্যশীল দিনের ১০:০০ ঘন্টা থেকে ১৭.০০ ঘন্টার মধ্যে (আরআরবি, শিলিগুড়ি কার্যালয়ে ১৪.৩০ ঘন্টা থেকে ১৭.০০ ঘন্টার মধ্যে) ই-কল লেটারের (এনটিপিসি প্রার্থীদের)/পঞ্জীয়নের বিস্তৃত তথ্য (সিইএন আরআরসি-০১/২০১৯ এর লেভেল-১ প্রার্থীদের) একটি করে প্রতিলিপি সহিত সমীপবর্তী মণ্ডল/ইউনিটে স্থিত আউটীচ ক্যাম্পে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং ওনাদের অভিযোগ/সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ দাখিল করতে পারবেন। বিকল্পরূপে প্রার্থীগণ ওনাদের অভিযোগ/সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এ প্রেরণ করতে পারবেন।

গ্রেফতার

● প্রথম পাতার পর

খবরের ভিত্তিতে বীরগঞ্জ থানার ওসি সুমন আচার্য তৈদু থানা এলাকা থেকে তাকে আটক করতে সক্ষম হন। তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রয়েছে। শুক্রবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বিসিসিআইয়ের ধারাভাষ্যকারের তালিকায় নেই রবি শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): আসন্ন ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য সাত সদস্যের ধারাভাষ্যকারের নাম ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিসিসিআইয়ের ঘোষিত এই তালিকায় নেই সদ্য ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচের পদ থেকে সরে যাওয়া রবি শাস্ত্রী।

ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের জন্য সাতজন ধারাভাষ্যকারের যে তালিকা প্রকাশ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, তাতে নাম নেই শাস্ত্রীর। সেই তালিকায় জায়গা পেয়েছেন সুনীল গাভাসকর, লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণণ, হর্ষ ভোগলে, মুরলি কার্তিক, দীপ দাশগুপ্ত, অজিত আগরকর ও ইয়ান বিশপ। পরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলা ৩ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ধারাভাষ্যকার ও বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় দেখা যাবে শিবরামকৃষ্ণণ বাদে বাকি ছ''জনকে।

র্ডের বক্তব্য, শাস্ত্রীর নিজেরই এখন সময় নেই। কিন্তু উল্টো একটি তত্ত্বও শোনা যাচ্ছে। সেটি হল, বোর্ডের সঙ্গে শাস্ত্রীর সম্পর্ক এখন একেবারেই ভাল নয়। সেই কারণে তাঁকে রাখা হয়নি। তা ছাড়া বিরাট কোহলীর অধিনায়কত্ব ছাড়া এবং ছাঁটা নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছে, তারপর কোহলী-প্রিয় শাস্ত্রীকে ধারাভাষ্যের বক্সে বসিয়ে বোর্ড ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের জন্য মোট সাত জন ধারাভাষ্যকারকে বেছেছে বোর্ড। এঁরা হলেন, সুনীল গাওস্কর, লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণন, হর্ষ ভোগলে, দীপ দাশগুপ্ত, মুরলি কার্তিক এবং অজিত আগরকর। এঁদের মধ্যে শিবরামকৃষ্ণন কলকাতায় তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে থাকবেন না।

শাস্ত্রী এই মুহূর্তে ওমানে লিজেন্ডস ক্রিকেট লিগের কমিশনার হিসেবে রয়েছেন। শোনা যাচ্ছে ফেব্রুয়ারি-মার্চে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজেও তিনি ধারাভাষ্যকারদের দলে থাকবেন না। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

এই মরসুমে দু''দফাতেই রঞ্জি ট্রফি, জানিয়ে দিলেন বিসিসিআই সচিব

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): অপেক্ষার অবসান। ওমিক্রনের বাড়বাড়ন্তে স্থগিত হওয়া ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট রঞ্জি ট্রফি আয়োজনের কথা জানাল বিসিসিআই। বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ জানিয়েছেন দুই পর্বে রঞ্জি ট্রফি আয়োজন করা হবে। প্রথম পর্বে হবে গ্রুপ পর্বের খেলা এবং দ্বিতীয় পর্বে হবে নকআউটের খেলা। জয় শাহ এক বিবৃতি বলেন, "দুই ভাগে রঞ্জি ট্রফি আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। প্রথম ভাগে আমরা ঠিক করেছি লিগের খেলা হবে। এবং জুন মাসে হবে নকআউট পর্বের খেলা।" তবে কবে থেকে শুরু হবে রঞ্জি তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কিছু জানায়নি বিসিসিআই। ক্রিকেটমহলের মতে, আইপিএলের আগে রঞ্জির গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি হতে পারে। এবং আইপিএলের পর নকআউট পর্ব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, "আমাদের দল মহামারি পরিস্থিতিতে যে কোনও ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানোর জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করছে। একই সঙ্গে আমরা দেখছি, যাতে লাল বলের একটা দারুণ প্রতিযোগিতা হয়। রঞ্জি ট্রফি হল আমাদের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ঘরোয়া প্রতিযোগিতা, যা ভারতীয় ক্রিকেটকে প্রতি বছর দারুণ প্রতিভা উপহার দেয়। এই টুর্নামেন্টের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এর আগে বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ অরুণ ধুমাল জানিয়েছিলেন, এই পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যায় সে ব্যাপারে খতিয়ে দেখছে বিসিসিআই।

প্রসঙ্গত, ১৩ জানুয়ারি থেকে ৩৮ দলের ঘরোয়া রঞ্জি ট্রফি টুর্নামেন্ট আয়োজন করার কথা থাকলেও, করোনার জেরে স্থগিত করা হয় টুর্নামেন্ট। এরপর একাধিক দলের অনুরোধে সম্প্রতি আলোচনায় বসেন বিসিসিআই আধিকারিকরা। অবশেষে শুক্রবার জয় শাহ জানালেন, এই মরসুমে দু''দফাতেই আয়োজিত হবে রঞ্জি ট্রফি। ফের রঞ্জি ট্রফি আয়োজনের খবরে খুশি বাংলার ক্রিকেট মহল। বাংলার কোচ আশাবাদী ছিলেন যে রঞ্জি হবে। বাংলার ক্রিকেটাররাও যে প্রস্তুত সে কথা জানান বাংলার সহকারী কোচ সৌরাশিস লাহিড়ী, ক্রিকেটার শ্রীবৎস গোস্বামীরা। উল্লেখ্য, ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল রঞ্জি ট্রফির। কিন্তু ৪ জানুয়ারি করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রঞ্জি ট্রফি তো বটেই, সিকে নাইডু, মেয়েদের সিনিয়র টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টও স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিসিসিআই।

২-০ গোলে চিনকে হারিয়ে এশিয়া কাপ মহিলা হকিতে ব্রোঞ্জ ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.): মহিলাদের এশিয়া কাপ হকিতে ব্রোঞ্জ জয় ভারতের। চিনকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে দিল সবিতা দেবীরা। সেমিফাইনালে কোরিয়ার বিরুদ্ধে হেরে সোনা জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হলেও চিনকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতে নিল ভারতীয় দল। দলের হয়ে দুটো গোল করেন শর্মিলা দেবী ও গুরজিৎ কৌর।

মাত্র কয়েকদিন আগেই দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে প্রচন্ড লড়াই করেও হারতে হয়েছিল ভারতীয় মহিলা হকি দলকে। ফলে শেষ হয়ে গিয়েছিল মহিলা এশিয়া কাপের ফাইনালে খেলার আশা। তবে বন্দনাদের জন্য কিছুটা হলেও স্বান্তনা পুরস্কার ব্রোঞ্জ পদক জয়। চিনকে তৃতীয় স্থান দখলের লড়াইয়ে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিততে সমর্থ হল বন্দনারা।

কোরিয়া ম্যাচের হতাশা দূরে সরিয়ে রেখে এদিন প্রথম দুই কোয়ার্টারে ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয় মহিলা দল। হাফ টাইমেই চিনের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় ভারত। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ভারত আর কোনও গোল করতে পারেনি। এদিন প্রথম থেকেই আক্রমনাত্মক খেলা শুরু করে ভারত। বেশ কয়েকটা পেনাল্টি কর্নার অর্জন করে নেয় তারা। ১৩ মিনিটের মাথাতে এই রকম এক পেনাল্টি কর্নার থেকেই ভারতকে ১-০ ফলে এগিয়ে দেয় শর্মিলা দেবী। ১৯ মিনিটে ভারতকে ২-০ ফলে এগিয়ে দেন গুরজিত। এক অনবদ্য ড্র্যাগ ফ্লিকে তিনি ভারতের হয়ে গোল করেন। ম্যাচে পিছিয়ে পড়ার পরে ভারতের উপর চাপ বাড়ায় চিন। একের পর এক আক্রমণ তারা তুলে আনে ভারতীয় ডিফেন্সে। ম্যাচ শেষ হওয়ার ১০ মিনিট আগেও পেনাল্টি কর্নার পায় চিন। সেই আক্রমণ আটকে দেয় ভারতীয় দল। এরপরেও পরপর তিনটি পেনাল্টি কর্নার পায় চিন। তবে ভারতের ডিফেন্স ভাঙতে তারা সক্ষম হয়নি। ফাইনালে জাপানের মুখোমুখি হবে দক্ষিণ কোরিয়া দল।

তবে এশিয়ান হকি টুর্নামেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হলেও সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে জয়ের ফলে বিশ্বকাপের যোগ্যতাও অর্জন করে ফেলল ভারত। কারণ, এই টুর্নামেন্টের সেরা চার দল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করবে বলে আগেই ঠিক ছিল। ভারত শেষ চারে পৌঁছে সেই যোগতামান স্পর্শ করল। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

শক্তিশালী সিক্সার্সকে উড়িয়ে ফের বিগ ব্যাশ চ্যাম্পিয়ন স্কর্চার্স

সিডনি, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.): আগাগোড়া ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিগ ব্যাশ লিগের খেতাব ঘরে তুলল পারথ স্কর্চার্স। লরি ইভান্স ও অ্যাশটন টার্নারের ঝোড়ো ইনিংসেই বিগ ব্যাশ লিগের ইতিহাসে রেকর্ড গড়ল পার্থ স্কর্চার্সরা। সিডনি সিক্সার্সদের খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়ে চতুর্থবারের জন্য বিগ ব্যাশ লিগ জিতে নিল পার্থ। সিডনির বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ ব্যাটিং করে ম্যাচের নায়ক লরি ইভান্স। কঠিন পরিস্থিতি থেকে তাঁর অনবদ্য ইনিংসে ভর করেই এদিন ঘুরে দাঁড়ায় পার্থ স্কর্চার্স। ফাইনালে সিডনি সিক্সার্সকে একতরফা ম্যাচে ৭৯ রানে পরাজিত করে তারা।

মেলবোর্নের ডকল্যান্ডস স্টেডিয়ামে টস হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নামে পার্থ। তারা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১৭১ রান তোলে। লরি ইভান্স ৪টি চার ও ৪টি ছক্কার সাহায্যে ৪১ বলে ৭৬ রান করেন। ৩৫ বলে ৫৪ রান করেন ক্যাপ্টেন অ্যাস্টন টার্নার। সিডনির হয়ে ২টি করে উইকেট নেন স্টিভ ও''কীফ ও ন্যাথন লিয়ঁ। পালটা ব্যাট করতে নেমে সিডনি ১৬.২ ওভারে মাত্র ৯২ রানে অল-আউট হয়ে যায়। একা লড়াই চালান ড্যানিয়েল। তিনি ৪২ রান করে আউট হন। বাকিরা কেউই ব্যাট হাতে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি।

অ্যান্ড্রু টাই ১৫ রানে ৩টি উইকেট নেন। ২০ রানে ২টি উইকেট নিয়েছেন ঝাই রিচার্ডসন। ১টি করে উইকেট নেন জেসন বেহরেনডর্ফ, টার্নার, পিটার ও অ্যাস্টন এগর। ৭৬ রানের অপরাজিত ইনিংসের সুবাদে ফাইনাল ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন লরি ইভান্স। সাকুল্যে ৫৭৭ রান সংগ্রহ করে টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছেন হবার্ট হ্যারিকেনসের বেন ম্যাকডারমট।

লিগ টেবিলে শীর্ষস্থানে থেকেই এবার প্লে অফে পৌঁছেছিল পার্থ স্কর্চার্স। যোগ্য দল হিসাবেই যে এবার চ্যাম্পিয়নের তকমাটা মাথায় উঠেছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই নিয়ে মোট চারবার বিগ ব্যাশ চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। এর আগে তারা ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৬-১৭ মরশুমের খেতাব জিতেছে। সেদিক থেকে ৫ বছর পর তারা বিবিএল খেতাব পুনরুদ্ধার করল বলা যায়। -হিন্দুস্থান সমাচার /

ক্রীড়া ভারতীর দুটি কমিটি গঠিত

লোয়াইরপোয়া (অসম), ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে ক্রীড়া কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে শুক্রবার দুটি পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে লোয়াইরপোয়া ব্লকের কড়িখাই ও রাধাপ্যা রীতে। কোভিড প্রটোকল মেনে প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয় কড়িখাই গ্রামের বাদশাবাড়িতে। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা। এতে সর্বসম্মতিক্রমে সংস্থার বিভিন্ন পদাধিকারীদের উপস্থিতিতে ক্রীড়া ভারতীর স্থানীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে ।নির্ধারিত দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রাধাপ্যারী বাজারের এলপি স্কুলে। সভার শুরুতে ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে পুার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। এতে ক্রীড়া ভারতীর উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংবলিত বক্তব্য পেশ করেন সংস্থার জেলা উপ-সভাপতি অমিতাভ দে ও লোয়াইরপোয়া প্রখণ্ডর সম্পাদক কমল হালাম। তাঁরা গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশে ক্রীড়া ভারতীর প্রচেষ্টা সম্পর্কে উপস্থিতবর্গকে অবগত করেন। এর পর সভায় বক্তব্য পেশ করেন ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) সভানেত্রীর প্রতিনিধি রথীন্দ্র বর্ধন, বিজেপির লোয়াইরপোয়া ব্লক মণ্ডল সম্পাদক কিশোর চৌধুরী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রীভূমি জেলার সেবাপ্রমুখ শিবব্রত শর্মা।

বিজ্ঞপ্তি

কোভিডে মৃত্যু হলে নিকটতম আত্মীয় অনুদান হিসাবে ৫০ হাজার টাকা পাবেন

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের ৩০ জুন, ২০২১ ও ৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে জারি করা আদেশে ১লা জানুয়ারি, ২০২১ বা তার পরে যে সব ব্যক্তির কোভিড-১৯ এ মৃত্যু হয়েছে তাদের নিকটতম আত্মীয় অনুদান (এক্সগ্র্যাসিয়া) হিসাবে ৫০ হাজার টাকা পাবেন। এই অনুদান দেওয়া হবে ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি/ জেলা প্রশাসন থেকে। গোমতী জেলার কোনও ব্যক্তির এই সহায়তা পেতে হলে জেলা শাসক ও সমাহর্তা, গোমতী জেলা/ ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, গোমতী জেলার কাছে মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করে ডেথ সার্টিফিকেট, কস অব ডেথ সার্টিফিকেট, সারভাইবল সার্টিফিকেট, পিআরটিসি সহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এই অনুদান দেওয়া হবে। যদি ডেথ সার্টিফিকেট বা এক্সগ্র্যাসিয়া পেতে কারও অসুবিধা হয় বা দেরি হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জেলাস্তরের গ্রিভেন্স রিড্রেসেল কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

স্বাঃ- অস্পষ্ট
জেলা শাসক ও সমাহর্তা,
গোমতী জেলা, প্রশাসন

ICA-D-1708/22

আসন্ন শুটিং বিশ্বকাপে ভারতীয় সিনিয়র দলে ডাক পেলেন বাংলার সৃঞ্জয় দত্ত

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): আসন্ন শুটিং বিশ্বকাপে ভারতীয় সিনিয়র দলে ডাক পেলেন বাংলার ছেলে সৃঞ্জয় দত্ত। ফেব্রুয়ারিতে কায়রোতে বসতে চলাশুটিং বিশ্বকাপের আসরেনে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে ভারতীয় দলের হয়ে খেলবেন সৃঞ্জয় দত্ত। এমন সুযোগে স্বাভাবিক ভাবেই উচ্ছ্বসিত তিনি। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি মিশরের রাজধানী কায়রোতে বসতে চলেছে শুটিং বিশ্বকাপের আসর। যেখানে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে ভারতীয় দলের হয়ে খেলবেন সৃঞ্জয় দত্ত। তাঁর পাশাপাশি দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন দিব্যাংশ সিং পানওয়ার এবং রুদ্রাংশ বালাসাহেব পাতিল। এছাড়াও ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে পুরুষদের ব্যক্তিগত ইভেন্টেও অংশ নেবেন সৃঞ্জয়। বিশ্বকাপ চলবে আগামী ৮ মার্চ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, এবার অতিমারীর কারণে এই বিশ্বকাপের

কোয়ালিফায়ার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। গত ২২ জানুয়ারি বাছাই পর্ব হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নতুন বছরে করোনা ও তার নতুন নতুন স্ট্রেনের বাড়বাড়ন্তে তা স্থগিত হয়ে যায়। সেই কারণে ৬৪ তম জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল র‍্যাঙ্কিং পয়েন্টের নিরিখে বেছে নেওয়া হয়েছে খেলোয়াড়দের। কিন্তু যোগ্যতা অর্জনের জন্য এই ক্রাইটেরিয়া না মেলায় এবারের শুটিং বিশ্বকাপে দেখা যাবে না মানু ভাকরের মতো অলিম্পিকে অংশ নেওয়া তারকাকে। খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না অভিষেক ভর্মা, দীপক কুমার, অপূর্বী চাণ্ডেলা, অশ্বিনী দেশওয়ালের মতো দেশের নামী শুটাররা। জাতীয় রাইফেল সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানী দিল্লির ড় কর্ণি সিং শুটিং রেঞ্জে পৌঁছে যাবেন ভারতীয় দলের সদস্যরা। সেখান থেকেই ২৫ ফেব্রুয়ারি মিশরের উদ্দেশে রওনা দেবেন সৃঞ্জয়রা।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠে কেঁদে ফেললেন নাদাল

মেলবোর্ন, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে ২০ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী রাফায়াল নাদাল। সেমিফাইনালে ৩৫ বছরের নাদালের সামনে স্রেফ উড়ে গেলেন ২৫ বছরের মাত্তেয়ো বেরেত্তিনি। সেমিফাইনালে স্প্যানিশ তারকা জিতলেন ৬-৩, ৬-২, ৩-৬, ৬-৩ সেটে। রড লেভার এরিনাতে ম্যাচ জেতার পর কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। এত আবেগ যে জমে রয়েছে, তিনি নিজেও হয়তো জানতেন না।

শুক্রবার প্রথম সেট জিততে সময় নিয়েছিলেন মাত্র ৪৩ মিনিট। আরও কম সময় নিয়েছিলেন দ্বিতীয় সেট জিততে। তৃতীয় সেটে হারলেও শেষ সেটে প্রায় দাঁড়াতে দেননি বেরেত্তিনিকে।লম্বা র‍্যালি আর তার পর বেরেত্তিনির শট এসে থমকে গেল নেটে। নাদালের মুখে চওড়া হাসি। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দর্শকের দিকে তাকিয়ে। তার পর হাওয়ায় ঘুষি মারতে শুরু করলেন। রড লেভার এরিনাতে ম্যাচ জেতার পর কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। এত আবেগ যে জমে রয়েছে, তিনি নিজেও হয়তো জানতেন না।

ম্যাচ শেষে নাদাল বলেছেন, 'একের পর এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে। দিনের পর দিন খেটে গিয়েছি। কিন্তু আলোর দিশা দেখতে পাইনি। ওই সময়গুলোয় পাশে পেয়েছি শুধু আমার পরিবারকে। ওই সময় পরিবারের সঙ্গে, আমার কোচিং টিমের সঙ্গে ঘনঘন কথা বলতাম। একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। জানতাম না কী করব। ভাবতে শুরু করেছিলাম, টেনিসকে গুডবাই জানানোর এটাই সেরা সময়। সেখান থেকে ঘুরে এই জায়গায় যে পৌঁছতে পারব, জানতামই না। কী ভাবে সম্ভব হল, ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।'

এ বার অপেক্ষা ফাইনালের। শুক্রবার রাতে খেলতে নামবেন স্টিফানোস চিচিপাস এবং দানিল মেদভেদেভ। তাঁদের মধ্যে যে জিতবেন তাঁর সঙ্গেই ফাইনাল খেলবেন নাদাল। ৩০ জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনাল ।অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে ৩৫ বছর বয়সে ২৫-এর এক তরুণকে হেলায় হারিয়ে দিয়েছেন নাদাল। যে গতিতে তিনি এগচ্ছেন তাতে ফাইনালে ২১ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম যে সহজে হাতছাড়া হতে দেবেন না তা বলাই যায়। হিন্দুস্থান সমাচার/

NOTICE INVITING SHORT QUOTATION

Notice inviting Short Quotation in sealed cover is hereby invited by Principal, MBB College, Agartala, Govt. Of Tripura from reputed firms/agencies for urgent supply of chemicals for the use of Botany Lab. The last date of submission is 7th Feb, 2022 by 4.00pm. The detailed lists, terms and conditions of the Quotation can be downloaded from the college website (www.mbbcollege.in) or 0/o The Principal, MBB College, Agartala, up to 7th Feb, 2022.

Principal
MBB College, Agartala

ICA-C-3520/22

ষষ্ঠ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে নাদাল

মেলবোর্ন, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ষষ্ঠ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠে গেলেন ৩৫ বছরের রাফায়াল নাদাল। তাঁর সামনে স্রেফ উড়ে গেলেন ২৫ বছরের মাত্তেয়ো বেরেত্তিনি। মেলবোর্নের রড লেভার এরিনাতে সেমিফাইনালে স্প্যানিশ তারকা জিতলেন ৬-৩, ৬-২, ৩-৬, ৬-৩ সেটে। সেমিফাইনালে ইতালির মাত্তেয়ো বেরেত্তিনিকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠলেন ২০ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী নাদাল। আগামী রবিবার ষষ্ঠ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনাল, যদি ফাইনালে নাদাল জয়ী হন তাহলে তিনিই হবেন ২১ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী প্রথম পুরুষ খেলোয়াড়। শুক্রবার হাইভোল্টেজ সেমিফাইনালে ইতালির প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৬-৩, ৬-২, ৩-৬, ৬-৩ সেটে হারিয়েছেন নাদাল। শিখর ছুঁতে রাফার চাই আর মাত্র একটি জয়।

Notice Inviting Quotation for supply and installation of Desktop Computers, Printers and Scanners Sealed item rate quotation is hereby invited from manufacturers/authorized dealers/ reputed firms/suppliers for supply and installation of Desktop Computer, Printer and Scanner in Govt. Degree College, Khumulwng. The quotation will be received up to 3 PM of elth February, 2022 and will be opened on the same day at 3.30 P.M in the presence of the bidders, if possible.

System Specifications

Sl. No.	Name of Items	Quantity	Specification	Remarks
1.	Desktop Computers	2	1. Operating System- Windows 10/11 2. HDD- 1 TB 3. Processor- i5/i7 4. RAM- 4GB 5. Wi-Fi Enable 6. Mouse- Wired USB, Optical 7. Keyboard-Wired USB 8. UPS- 600 UPS 9. Monitor- 18.5 inch	
2.	Printers	2	1. Laser Printer 2. USB port 3. Toner Cartridge	
3.	Scanners	2	1. Document scanner 2. USB port	

Terms & Conditions

1) All the terms and conditions are subject to the general terms and conditions of govt. purchase. Sealed quotations are to be addressed to the Principal-in-Charge, Govt. Degree College, Khumulwng, West Tripura and sealed cover should be super-scribed as "QUOTATION FOR DESKTOP COMPUTER, PRINTER AND SCANNER"
2) Rate, technical specification, Make and model no, delivery/freight charge, installation fee if any and other shall be mentioned accordingly with related supportive documents.
3) The tender should be supported with the following documents and original of the same will he verified at the time of opening of quotation. GSTIN registration and Tax Clearance Certificate.
> Trade License Certificate/Firm Registration Certificate.
> Authorized Dealership Certificate.
> Copy of PAN Professional Tax Clearance Certificate.
4) Price should be for Govt. Degree College, Khumulwng. and West Tripura. 5) Necessary taxes will be deducted as applicable.
6) The following Bank detail should be provided :-
> Account Number
> Name of the account holder
> Bank Name ....
> Branch Name & Address ....
> IFSC Code ....
7) The successful bidder will have to supply the ordered item(s) within 07 days from the date of issue of supply order. Failure to which the supply order may be cancelled.
8) Payment will be made through online payment (CTOS) only after the proper supply, successful installation and demonstration.
9) Request for advance payment in any case will not be entertained. 10) Terms and Condition should be signed by the bidder.
11) The Principal, Govt. Degree College, Khumulwng reserves the right to cancel tender of any or all firms without assigning any reason.
12) Warranty should be provided for at least 01(one) year.

[Dr. Nityananda Das]
Prinicpal-In-Charge
Govt. Degree College

ICA-C-3526/22

শুক্রবার নয়াদিল্লীতে কারিয়াপ্পা গ্রাউন্ডে এনসিসি'র প্যারেড পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি-পিআইবি।

শিক্ষা পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার ঃ কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক গতকাল সোনামুড়া মহকুমার ধনপুরস্থিত শান্তিনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে একটি স্পোর্টস কমপ্লেসের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন। এছাড়া তিনি শান্তিনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নব নির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। উদ্বোধকের ভাষণে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে রাজ্যের ১০০ স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের আওতায় আনা হচ্ছে। এছাড়া রাজ্যের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের নানা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজ্যে গড়ে তোলা হচ্ছে ৫০ একর জমিতে একটি ফরেনসিক ইউনিভার্সিটি, গড়ে তোলা হয়েছে অত্যাধুনিক এয়ারপোর্ট। প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় গরীব অংশের জনগণকে বাসস্থানের সুব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, যোগাযোগ পরিকাঠামো সম্পসারণের লক্ষ্যে রাজ্যের উদয়পুর থেকে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করা হবে। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সবকা সাথ সবকা বিকাশ এর ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে তিনি সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক এইচ লোধ, সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক এবং শান্তিনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় স্কুল ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান সুভাষ দেবনাথ প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন শান্তি নগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা গোপা দত্ত।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাঁঠালিয়া ব্লকের বিডিও প্রবাল কান্তি দেব, কাঁঠালিয়া প'ায়েত সমিতির শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিন্দ দেবনাথ এবং মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীবাস ভৌমিক প্রমুখ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শান্তিনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ।

উল্লেখ্য, এদিন কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী শ্রীমতি ভৌমিক কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকার আরো ৬টি বিভিন্ন প্রজেক্টের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এগুলি হল, নিদয়া রামঠাকুর মন্দিরের শিলান্যাস, নির্ভয়পুর রাস্তার শিলান্যাস, নির্ভয়পুর মার্কেটস্টল উদ্বোধন, ঘোষ পাড়া রাস্তার শিলান্যাস, বাগানবাড়ি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিলান্যাস ইত্যাদি। এই সকল প্রজেক্টে মোট ব্যয় হবে ১৩ কোটি টাকা।

এনসিসি-তে মহিলাদের অংশগ্রহণে খুশি প্রধানমন্ত্রী, বললেন ভারতের ধারণা বদলে যাচ্ছে

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): এনসিসি-তে প্রচুর সংখ্যক মহিলাদের অংশগ্রহণে খুশি প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বললেন, ভারতের ধারণা বদলে যাচ্ছে। দেশের মেয়েদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান, আপনাদের অংশগ্রহণ ও সেবার প্রয়োজন রয়েছে দেশের এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য প্রচুর সুযোগও রয়েছে। শুক্রবার দিল্লির ক্যারিয়াপ্পা গ্রাউন্ডে এনসিসি-র সমাবেশে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এনসিসি-র সমাবেশ চলাকালীন এনসিসি ক্যাডাররা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পদক ও ব্যাটন গ্রহণ করেন সেরা ক্যাডেটরা।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'এনসিসি-তে আমি যে প্রশিক্ষণ পেয়েছি এবং এখানে যা শিখেছি তা আমাকে নিজের দায়িত্ব পালনে প্রচুর শক্তি প্রদান করেন। সম্প্রতি, আমি একটি এনসিসি অ্যালামনাই কার্ডও পেয়েছি। দেশ যেহেতু একটি শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে চলেছে, আমরাও এনসিসি-কে আরও শক্তিশালী করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছি।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'সমগ্র দেশের ৯০টি বিশ্ববিদ্যালয় এনসিসি-কে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছে। এখানে মহিলা ক্যাডেটের সংখ্যা এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ভারতের ধারণা বদলে যাচ্ছে। আপনাদের অংশগ্রহণ ও সেবার প্রয়োজন দেশের এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এখন দেশের মেয়েরা সৈনিক স্কুলে ভর্তি হচ্ছেন। সেনাবাহিনীতে মহিলারা বিরাট দায়িত্ব পাচ্ছেন। দেশের মহিলারা বিমান বাহিনীতে ফাইটার প্লেন ওড়াচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত যাতে আরও বেশি সংখ্যক মেয়েদের এনসিসি-তে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারতের যুবসমাজ স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে দেশকে বিশ্বের শীর্ষ-৩-এ নিয়ে গিয়েছেন। কোভিডের সময় তৈরি ইউনিকর্নগুলি আমাদের তরুণদের শক্তি প্রদর্শিত করে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'যে দেশের যুবসমাজ সর্বাগ্রে দেশ এই চিন্তা নিয়ে এগিয়ে যায়, সেই দেশকে পৃথিবীর কোনও শক্তি রুখতে পারবে না। খেলার মাঠে ভারতের সাফল্যও একটি বড় উদাহরণ।'

সংসদে মুদ্রাস্ফীতি সহ নানা বিষয়ে সরব হতে সাংসদদের বললেন সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.)।। কিছু দিন পরই শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন, বাজেট অধিবেশনের প্রেক্ষিতে শুক্রবার কৌশলগত বৈঠক করল কংগ্রেস। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব কৌশলগত বৈঠকে অংশ নেন। এই বৈঠকে দলীয় সাংসদদের মুদ্রাস্ফীতি, কৃষক সমস্যা, এয়ার ইন্ডিয়া ডিসইনভেস্টমেন্ট-সহ নানা বিষয়ে সংসদে সরব হতে বলেছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

কংগ্রেসের সংসদীয় কৌশলগত বৈঠকের পৌরোহিত্যে করেন কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এ কে অ্যান্টনি, কে সি বেণুগোপাল, মল্লিকার্জুন খাড়গে, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, আনন্দ শর্মা, গৌরব গগৈ, কে সুরেশ, জয়রাম রমেশ, মানিককাম টেগোর, মণীশ তিওয়ারি প্রমুখ। সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে এই বৈঠকে কোভিডে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ প্যাকেজ, এয়ার ইন্ডিয়ার বিনিয়োগ, মুদ্রাস্ফীতি, চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা, কৃষকদের সমস্যাগুলির মতো বিষয়গুলি উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে নাম প্রত্যাহার ফেলেইরোর, তারুণ্যের হাতেই ব্যাটন

পানাজি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.)।। 'হচ্ছি না তৃণমূল প্রার্থী', গোয়ার ফাতোর্দা আসন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহারের পর এই কথাই বলেছিলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সহ-সভাপতি লুইজিনহো ফালেইরো। ফালেইরোর এই ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাতোর্দা আসন থেকে নতুন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস। ফাতোর্দা আসনে তৃণমূলের নতুন প্রার্থী হলেন সিওলা ভাস।

শুক্রবার সকালে পানাজিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন গোয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল নেত্রী তথা সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর পাশেই ছিলেন লুইজিনহো ও নতুন প্রার্থী সিওলা ভাস। লুইজিনহো ফালেইরো এদিন বলেছেন, 'ফাতোর্দা আসন থেকে গোয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম প্রত্যাহার ঘোষণা করছি আমি এবং একজন মহিলার হাতে ব্যাটন হস্তান্তর করছি। মহিলাদের ক্ষমতায়ন, এটাই তো দলের নীতি।' ফালেইরো আরও জানিয়েছেন, 'আমি দলের জাতীয় চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করার পরে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আমি সমস্ত তৃণমূল প্রার্থীদের জন্য সমগ্র গোয়ায় লড়াই এবং প্রচার করতে চাই, যাতে তাঁরা ভাল পারফর্ম করতে পারেন।'

রঙ্গিয়াটিলা শিবিরে জল সঙ্কট, প্রশাসন নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জানুয়ারি।। বিগত বাম আমলে কোনো ধরনের পরিকাঠামো ছাড়াই জনজাতিদের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এনে চাকমা ঘাটের অনতিদূরে বসতি স্থাপন করে দিয়েছিল। তৎকালীন বাম সরকার উদ্দেশ্য ছিল জনজাতি দের প্রশাসনের সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া। আদতে ভোটের রাজনীতি, ওই সময়ে জনগণের সাথে বাম সরকার ঠকবাজি করেছিল। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীনে চাকমাঘাটের অনতিদূরে রঙ্গিয়াটিলা শিবির এলাকায়।

হলুদিয়া এ.ডি.সি ভিলেজের থেকে জনজাতিদের এনে রঙ্গিয়াটিলা শিবিরে বসতি স্থাপন করে দিয়েছিলো গত ২০০৫ ইং সালের তৎকালীন বাম সরকার। কোন ধরনের পরিকাঠামো ছাড়াই বসতি স্থাপন, বর্তমানে এই রঙ্গিয়াটিলার শিবিরে জনজাতিদের মধ্যে জল সঙ্কট চলছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে গিরিবাসীরা খোয়াই নদীর অ-পরিস্রুত জল তেষ্টা মিটতে হচ্ছে। যার ফল স্বরূপ জনজাতিদের মধ্যে উদর ঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় কোন কোন সময়। এই রঙ্গিয়াটিলা শিবিরে অনেক জনজাতি পরিবারের বসবাস করলেও বর্তমানে ১৬ টি পরিবার জল যন্ত্রণায় মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করছে বলে অভিযোগ। ওইসব পরিবারগুলোর লোকজনদের দাবি সরকার যেন তাদের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলের উৎস তৈরি করে দেয়।

পাচারকালে দুইটি গরু উদ্ধার ইয়াকুবনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৮ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানা এলাকার ইয়াকুব নগর সীমান্তে পাচারকালে দুটি গরু আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফের টহলদারি জওয়ানরা। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, বিএসএফ জওয়ানরা যখন সীমান্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিল তখন পাচারকারীরা গরু পাচারের চেষ্টা করে। তখনই বিএসএফের জওয়ানরা তাদের পেছনে ধাওয়া করে। বিএসএফের ধাওয়ায় পাচারকারীরা দুটি গরু ফেলে পালিয়ে যায়।

বিএসএফ জওয়ানরা সেখান থেকে গরু দুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় কদমতলা থানায়। দুটি গরু পুলিশের ☞ *৬ এর পাতায় দেখুন*

সরস্বতী প্রতিমা তৈরীতে ব্যস্ত তেলিয়ামুড়ার শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জানুয়ারি।। জ্ঞানের আলো ছড়াতে আবারও আসছে বিদ্যার দেবী সরস্বতী। আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি এরপরই বিদ্যার দেবী মা সরস্বতী পূজোয় মাতোয়ারা হবে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সকল অংশের মানুষ জন। তাই মূর্তি পাড়ায় চলছে প্রতিমা তৈরীর চরম ব্যাস্ততা। বাগদেবী সরস্বতী পুজো কে কেন্দ্র করে নাওয়া-খাওয়া ভুলে মূর্তি পাড়ার মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা তৈরীতে ব্যাস্ত। এমনটাই চিত্র পরিলক্ষিত হল তেলিয়ামুড়া মহকুমার শিববাড়ি এলাকায়।

শিববাড়ি এলাকার মৃত শিল্পী সজল রুদ্রপাল জানিয়েছেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর বিদ্যার দেবী সরস্বতী মূর্তির চাহিদা কম, এর জন্য তিনি অবশ্য দায়ী করেছেন করুণা মহামারীকে। করুণা ভাইরাসের দাপাদাপিতে সাধারণ মানুষজনেদের মধ্যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছর তেমনভাবে উদ্যোগী হয়ে পুজো করতে আগ্রহী নয়, ফলে বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে মৃৎশিল্পীদের। তাদেরও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকতে এক প্রকার হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাছাড়া মৃৎশিল্পী সজল বাবু আরো জানিয়েছেন,, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে প্রতিমা তৈরীর আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও বৃদ্ধি পায়নি মূর্তির মূল্য, ফলে এক প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন তারা।

রঘুনাথপুরে প্রবীণ নাগরিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জানুয়ারি।। বিশালগড় রঘুনাথপুরে প্রবীণ নাগরিক প্রয়াত আমির খানের বাড়িতে ছুটে আসেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ও আশিষ সাহা। জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রবীণ নাগরিক আমির খান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়িতে অসুস্থ হন। অসুস্থ হওয়াতে বাড়ির সকল লোকজন তড়িঘড়ি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আমির খানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শুক্রবার দুপুর ১ঃ৩০ মিনিট নাগাদ শাসক দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং আশিষ সাহা বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত রঘুনাথপুরস্থিত প্রয়াতঃ আমির খানের বাড়িতে ছুটে আসেন। সেখানে এসে আমির খানের মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে অন্তিম শ্রদ্ধা জানান। আর উনার মৃত্যুর খবর পেয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন নিজের বিভিন্ন কাজকর্ম ফেলে ছুটে আসেন মৃত আমির খানের বাড়িতে।

রতিয়া দ্বাদশে সম্পন্ন হলো এনএসএস এর বিশেষ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৮ জানুয়ারি।। কোভিড বিধি মেনে এন এস এস এর বিশেষ বার্ষিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নর্থ ঘিলাতলী রতিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এই শিবির সম্পন্ন হয়। সাত দিনব্যাপী এনএসএস এর বিশেষ ক্যাম্পে ছিল স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আলোচনা।

বিভিন্ন জায়গায় সাফাই অভিযান। রতিয়া এলাকার মানুষদের মধ্যে মাক্স স্যানিটাইজার বিতরণ। পাশাপাশি কোভিড বিধি নিয়ে সবাইকে সচেতন করা। বিভিন্ন মহর্ষি দের নিয়ে আলোচনা। আরো নানান কিছু সম্পন্ন হয়। বৃহস্পতিবার শিবিরের সমাপ্ত দিনে অনুষ্ঠিত হয় বিপর্যয় মোকাবিলা সম্পর্কিত মহড়া। এই মহড়া সংঘটিত করে কল্যাণপুর অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা।

ভূমিকম্প এলে বা বন্যা হলে এবং কোন গ্যাস সিলিন্ডার লিক হলে এলাকায় আগুন লাগলে বা আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিভাবে মানুষকে বাঁচাতে হবে তা হাতে কলমে সমক্ষ ধারণা দেন অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা এন এস এস ভলেন্টিয়ার দের। বেশ সাড়া পরিলক্ষিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন দাস শিক্ষক সমীর শীল এবং এসএমসি কমিটির সদস্য রানু পাল বিধু ভূষণ দাস সহ অন্যান্যরা।

মোদীজির নেতৃত্বে শুধুমাত্র বিজেপিই উন্নয়ন করতে পারে ঃ অমিত শাহ

রুদ্রপ্রয়াগ, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কংগ্রেসকে ফের আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'কংগ্রেসের সরকার উন্নয়ন দিতে পারবে না, কংগ্রেসের সরকার শুধুমাত্র দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিই দিতে পারে। মোদীজির নেতৃত্বে শুধুমাত্র বিজেপিই উন্নয়ন দিতে পারে।' শুক্রবার বিকেলে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগে মহিলা ও তফসিলি জাতি সমাজের একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ এদিনের সমাবেশে বলেছেন, 'উত্তরাখণ্ডের জনগণকে আরও একবার ভাবতে হবে, তাঁরা কেমন সরকার চাইছেন। ৫ বছর ধরে সমাজের প্রতিটি শ্রেণীকে একসঙ্গে নিয়ে উত্তরাখণ্ডকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার বিজেপি সরকার, না-কি দুর্নীতি, পরিবারবাদ ও কেলেঙ্কারিতে নিমজ্জিত কংগ্রেস সরকারের প্রয়োজন।'

তিনি বলেছেন, 'উত্তরাখণ্ড সরকারের দায়িত্ব পুষ্কর সিং ধামি-জিকে দিয়েছে বিজেপি। তাঁর উদ্যমী নেতৃত্বে আগামী ৫ বছর উত্তরাখণ্ডকে উন্নয়নের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করবে বিজেপি।' কংগ্রেসকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেস কখনই উত্তরাখণ্ড রাজ্যের স্থাপনা সমর্থন করেনি। উত্তরাখণ্ড রাজ্যের স্থাপনার কাজ শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ীজি করেছিলেন, এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই রাজ্যকে সুন্দর করার কাজ করছেন।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'মাতৃশক্তির জন্য মোদী সরকার অনেক কাজ করেছে। মেয়েদের শিক্ষার জন্য অনেক পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। সমগ্র দেশের হাসপাতালে বিনামূল্যে প্রসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে মা ও শিশু উভয়ই নিরাপদ থাকে।' মাঝেমধ্যেই কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন অমিত শাহ। তাঁর কথায়, দরিদ্রদের জন্য কংগ্রেস কিছুই করেনি।...কংগ্রেসের সরকার উন্নয়ন দিতে পারবে না, কংগ্রেসের সরকার শুধুমাত্র দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিই দিতে পারে। মোদীজির নেতৃত্বে শুধুমাত্র বিজেপিই উন্নয়ন দিতে পারে।'

সংক্রমণ কমে ২.৫১ লক্ষাধিক, দেশে করোনায় মৃত্যু আরও ৬২৭ জনের

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.)।। ভারতে এই মুহূর্তে ওঠানামা করছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমণ কমলেও কোভিডে মৃত্যুই যথেষ্ট চিন্তা বাড়াচ্ছে। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫১ হাজার ২০৯ জন, এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই কম। এই সময়ে দেশে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৬২৭ জন রোগীর। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ১৫.৮৮ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২,১০,৫৬,১১-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৯,৬৮,৬১ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ৫.১৮ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৫৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬৯২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৬৪,৪৪,৭৩,২১৬ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬২৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৯২,৩২৭ জন (১.২১ শতাংশ)। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৪৭,৪৪৩ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৮০,২৪,৭৭১ জন করোনা- রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৩.৬০ শতাংশ। নতুন করে ২,৫১,২০৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,০৬,২২,৭০৯ জন।

এক বিন্দু রক্তের জন্য জীবনযুদ্ধে কেউ যেন পরাজিত না হয় ঃ সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। এক বিন্দু রক্তের জন্য জীবনযুদ্ধে কাউকে যেন পরাজিত না হতে হয়, আবেদন জানান যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

আজ লিচুবাগান সংলগ্ন 'গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট এন্ড ক্রাফট'-এ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীন এন.এস.এস ইউনিটের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উক্ত রক্তদান শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী বলেন, কোনো মানুষের বিপদে তার পাশে দাঁড়ানো ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া একজন আদর্শ মানুষের পরিচয়। প্রতি মুহূর্তে একবিন্দু রক্তের জন্য জীবনযুদ্ধে পরাজিত হচ্ছে কতশত মানুষ, এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। স্বেচ্ছায় রক্তদান করার মধ্য দিয়ে আমরা এদের প্রাণ বাঁচাতে পারি। আমাদের স্বেচ্ছায় রক্তদানের বিনিময়ে একজন মুমূর্ষু মানুষের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব।

এদিন তিনি বলেন, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক অসাধ্যসাধন ঘটলেও কৃত্রিম উপায়ে রক্ত আবিষ্কার এখনও হয়নি। ফলে যে সমস্ত রোগীর কোনো কারণে অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন হয়, তখন সেই রক্ত সুস্থ মানুষের শরীর থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। এইজন্য রক্তদান একটি মহৎ দান বলে বিবেচ্য। তাঁর দাবি, বর্তমানে সরকারি রক্তভাণ্ডারে সংরক্ষিত রক্তের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অনেক কম মজুত আছে। বেসরকারীভাবে রক্ত কিনতে প্রচুর পয়সা লাগে। তাছাড়া রোগজীবাণু সংক্রমিত হওয়ার ভয় থাকে। সেই কারণে আমাদের সবাইকে উদ্যোগ নিয়ে নিয়মিতভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে, আহবান জানান তিনি।

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর বক্তব্য, সভ্যতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কর্তব্যমূলক কর্মসূচিগুলির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে মহৎ এবং পবিত্র কাজটি হলো মানুষের জীবন বাঁচানো। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমাদের পক্ষে কোন মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষা করা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তাই এক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হতে পারে রক্তদান।

তিনি বলেন, প্রতিবছর বহু মানুষ কেবলমাত্র রক্তের অভাবে মারা যায়। তাই আমাদের শরীরের অতি সামান্য পরিমাণ রক্তের বিনিময়ে যদি আমরা সেই সকল মানুষের জীবন রক্ষায় সক্ষম হই তাহলে তা হবে সভ্য মানব জীবনের পরম সার্থকতা। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী রক্তদানকারী সকল রক্তদাতাদের উৎসাহ ☞ *৬ এর পাতায় দেখুন*

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।